বিদ্বৎকুলতিলক শ্রীযু[illegible] কাউয়েল এম্, এ,

সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরাধ্যক্ষ মহোদয়

মান্যবরেষু।

বিনয়পুরঃসর বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

মহাশয়! আপনি আমাদিগের দুর্ভাগিনী বঙ্গভাষার দুরবস্থা অপনয়নের ও সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত নিরন্তর অকৃত্রিম যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি আমি এই অভিনব ক্ষুদ্র অলঙ্কার খানি বহু যত্নে প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা মহাশয়ের অনুরাগরসাভিষিক্ত করে সমর্পিত হইলেই বাঙ্গলা ভাষার প্রসাধনের প্রকৃত উপায় হইতে পারিবে; মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, আমি যথোচিত সম্মানপুরঃসর ইহা মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি।

একান্ত বশম্বদস্য

শ্রী লালমোহন শর্ম্মণঃ।

সংস্কৃতকালেজ।

২৭এ-কার্ত্তিক।

সংবৎ ১৯১৯।

ADVERTISEMENT.

The ancient Hindus have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, Logic, and Rhetoric. Europe has derived most of her knowledge of the *trivium* from the Greeks through the Romans, and it is not uninteresting to compare the trivium of another nation which follows out its own track under different auspices. The Hindu Grammar and Logic have been studied in England and Germany, and their merits duly appreciated. Professor Lassen has said that without a deep study of Panini no one can pretend to a thorough knowledge of Sanscrit; and Dr. Ballantyne has shewn that not even Sir William Hamilton himself had analysed the Syllogism more profoundly than Gotama. Similarly the Hindu Rhetoric has much that is interesting and

new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in Western Literature.

The following little work is an attempt to give in Bengali a succinct account of the Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was written nearly 1200 years ago, and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the *Ritis* therein discussed; and surely if the *Gauri Riti* (গৌড়ী রীতি) was current so long ago, it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time.

E. B. COWELL.

Calcutta,

November 12. 1862.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ* অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার কয়েকটী বন্ধু ঐ গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন। বহু দিন পূর্ব্বে এই বিষয়টী লিখিতে আমারও অভিলাষ ছিল; কিন্তু তৎকালে কোন প্রতিবন্ধক-বশতঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। এক্ষণে কতিপয় অভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছি। এবং ছাত্রদিগের উপযোগী হইবে মনে করিয়া যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছি, এবং সাধ্যমত শ্রম করিতেও ক্রুটী করি নাই। যে স্থলে কঠিন বোধ হইয়াছে তথাকার অর্থ বিষদ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটী টীকাও লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।

যাহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ সমুদায় প্রস্তাবের এক একটী ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহামতি ই, বি, কাউএল এম, এ, মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম, ঐ মহাত্মা অনুরাগপূর্ব্বক মনোযোগ-সহকারে আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঐ প্রতিশব্দ গুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

---

* যেখানে কাব্যের রস ভাব গুণ অলঙ্কারাদি বর্ণিত থাকে তাহার নাম অলঙ্কার-শাস্ত্র।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, এই পুস্তকের অলঙ্কার পরিচ্ছেদ প্রস্তাবের কয়েকটী বিষয় পরিদর্শক পত্রে মুদ্রিত দেখিয়া বঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষিণী সভার সদস্যেরা অপরিসীম আহ্লাদের সহিত পাঠ পুরঃসর আমাকে ৫০৲ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিকট বাধিত থাকিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত-কালেজের কাব্য-শাস্ত্রের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও শোভাবাজারের রাজসভার বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু যত্নের সহিত এই পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এবং ব্যবস্থাদর্পণ প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়ও এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, পাঠকবৃন্দ এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেই আমি সমুদয় শ্রম সফল বোধ করিব।

এক্ষণে পাঠকগণের নিকট নিবেদন এই যে, যদি এই পুস্তকে আমার কোন ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয় তবে তাহা কোনরূপে আমাকে অবগত করাইলে আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব ও সংশোধন করিয়া দিব। অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

শ্রী লালমোহন শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
২৭এ কার্ত্তিক, সম্বৎ ১৯১৯।

সূচীপত্র ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি।
(রসভাবাদি)	(রসভাবাদির)	৫	২৪
ব্যক্ত হইয়া	ব্যক্ত ও	৬	৬
উদয	উদ্দীপ্তি	৯	৬
যুদ্ধ	সন্ধি	১৪	১৬
শমব্যঞ্জক	শমস্থায়ী	১৪	১৯
শোকব্যঞ্জক	শোকস্থাযী	১৪	২৩
স্বাত্বিকভাব	সাত্বিকভাব	১৭	৬
স্বাত্বিকভাব	সাত্বিকভাব	১৭	১১
নাশ হইতে	নাশ হেতু	১৮	১
তখন	তখনি	১৮	১১
গদ্যে করুণ	অনিষ্ট প্রাপ্তি হেতু গদ্যে করুণ	১৯	১৫
দুঃখ আর বোধ	দুঃখ আর দুঃখবোধ	২১	৭
	চল চল চল সবে সমর-সমাজ হে সমরসমাজ॥	২৪	৬
এত	এস	২৪	১৯
প্রভৃতি অনুভাব; মোহ কার্য্য	প্রভৃতি কার্য্য অনু-ভাব, মোহ	৩৬	৫
	দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে	৪৬	৯
প্রভাব	প্রভায়	৮০	১৬
দোষ ভেদে	ভেদে	১২১	৫
২৪	৪৬	১৩৯	৮
প্রতিপাদনও করা	প্রতিপাদন করাও	১৪৮	১০
ইহার	ইহারও	১৪৯	৪

অলঙ্কার।

কাব্যনির্ণয়—রসপরিচ্ছেদ।

কাব্যস্বরূপ।

অলৌকিক* আনন্দ-জনক (অর্থাৎ অত্যন্ত চমৎকারজনক) যে বাক্য, তাহাকে কাব্য† বলে।

এস্থলে অনেকের একরূপ সংশয় হইতে পারে যে যদি আনন্দজনক বাক্যই কাব্য, তবে যে গ্রন্থে শোক, ক্রোধ, ভয় ও ঘৃণাজনক বাক্য আছে তাহাকে কাব্য বলা যাইবে কি না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সংশয় এক কালেই উন্মূলিত হইবে। যে হেতু ঐ ঐ স্থলেও শোকাদি-মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়। দেখ সীতার বনবাসের করুণব্যঞ্জক বাক্যগুলি পাঠ করিয়া লোকের শোকোদয় হইয়া থাকে, অথচ উহা পাঠ করিতে সকলেরই অভূতপূর্ব্ব ঔৎসুক্য অনুভূত হয়। আরও দেখ দুঃশাসন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ কার্য্য, কাব্যে পাঠ করিয়া অথবা নাট্যে দর্শন করিয়া লোকদিগের লজ্জা, ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হয়; তথাপি ঐ বিষয় কাব্যে শ্রবণ ও নাট্যে দর্শন করিতে লোকদিগের একান্ত ঔৎসুক্য ও মনোনিবেশ দেখা যায়। কোন

* Hyperphysical.

† Poetry.—এই কাব্য দৃশ্য ও শ্রাব্যভেদে দ্বিবিধ, অভিনেয় কাব্যকে দৃশ্য ও যাহা শ্রবণভিন্ন দর্শন হয় না তাহাকে শ্রাব্য কাব্য কহিয়া থাকে।

বিষয়ে আনন্দ না জন্মিলে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য বা মনোনিবেশ হওয়া অসম্ভব। অতএব এইরূপ স্থলে শোক, দুঃখ, ক্রোধ ও লজ্জাদি জনিত একপ্রকার যে অলৌকিক আনন্দ জন্মে, তাহার সন্দেহ কি। ইহাদ্বারা এই স্থির হইল, যে বাক্য রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কার যুক্ত হইয়া চমৎকৃতিজনক হয়, তাহাকে কাব্য বলে।

এই কাব্য গদ্য ও পদ্যভেদে দ্বিবিধ।

ছন্দোহীন বাক্য গদ্য ও ছন্দোবন্ধ বাক্যকে পদ্য বলে।

পদ্যে করুণরস ব্যঞ্জক আনন্দজনক বাক্য যথা—

"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে;
কামঅঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলুথালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসারে পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম,
বামদেব আমার কপালে।
যাঁর দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তাঁর দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন॥

অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান,
আগে যা-রে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া॥
অরে রে মলয়বাত, তোরে হোক্ বজ্রাঘাত,
মরে যারে ভ্রমর কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও, বন্ধু হয়ে বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা॥"

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যথা—

"কি স্বদেশে কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে, তোমারে দেখিয়া ডাকি॥
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা।
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।"
"অনাদি কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত;
এই মাত্র জানি আমি তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয়।
ন্যায় পথে থাকি যদি, কর দয়া দান,
চিরকাল করি যাতে সুখে অবস্থান;
ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।"

উপরি উক্ত কবিতা গুলি রস, ভাব, অলঙ্কার যুক্ত হইয়া চমৎকৃতিজনক হইয়াছে। এই স্থানে করুণ রস, ঈশ্বর বিষয়ক রতি (অর্থাৎ ভক্তি) ভাব; অসঙ্গতি ও রূপক অলঙ্কার আছে ইহাদিগের লক্ষণ যথাস্থানে লক্ষিত হইবে।

গদ্যে করুণ রস ব্যঞ্জক আনন্দজনক বাক্য যথা—

"হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখহইতে তাদৃশ, বিষম প্রতিজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল? হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়-জীবিতে! হা অরণ্য-বাস-সহচরি! পরিণামে তোমার একপ অবস্থা ঘটিবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমাব ভাগ্যে সুখ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরু-ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম, নতুবা বিনা অপরাধে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন। হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয় তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই; আর বাঁচিয়া ফল কি! আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীবন অরণ্যপ্রায় বোধ হইতেছে।

এইরূপ কহিতে কহিতে রাম একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমান-কলেবর হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে হায়! কি হইল বলিয়া, কৌশল্যা-প্রভৃতিকে উদ্দেশে সম্ভাষণ করিয়া কাতর-বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়-নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতেছ না; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে; অথবা আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের

নাম গ্রহণে অধিকারী নহি। আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলেও নিঃসন্দেহ তাঁহাদিগের পাপস্পর্শ হইবে। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী পতি-প্রাণা কামিনীরে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনা-য়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে। হা রামময়জী-বিতে! পাষাণময় নৃশংস রামহইতে পরিণামে তোমার এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক তাহা তুমি কখন স্বপ্নেও জান নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমারে কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে অনায়াসে এরূপ ঘোরতর নৃশংসকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন।

এইরূপ বলিয়া গলদশ্রুনয়নে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে।" অনন্তর পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন "দেবি বিশ্বম্ভরে! তুমি তোমার তনয়ার রক্ষণা-বেক্ষণ করিও।" এই বলিয়া দুর্ব্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া গৃহহইতে বহির্গত হইলেন।"

এইটী করুণ-রসের উদাহরণ। ইহাতেও স্থানে স্থানে অলঙ্কার আছে।

কাব্যে যখন যাহার (রস ভাবাদি) উৎকর্ষ হইবে তখন তাহাকে সেই নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে

রস প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এ নিমিত্ত কাব্যে রসকেই সর্ব্বপ্রধান পদার্থ বলিয়া গণনা করা যায়।

রস, Flavour.

সহৃদয় জনগণের চিত্তে রতিপ্রভৃতি স্থায়ি ভাব সকল বক্ষ্যমাণ বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব-দ্বারা ব্যক্ত হইয়া আস্বাদ্যমান (অনুভূয়মান) হইয়া আনন্দজনক হইলে রস নামে কথিত হয়।

রস নয় প্রকার—যথা, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, শৃঙ্গার, হাস্য, বীভৎস, শান্ত। ইহাদের স্থায়িভাব নয়টী যথা, শোক, উৎসাহ, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, রতি, হাস, জুগুপ্সা, শম।

বিভাব, Excitant.

কাব্যনাট্যাদিতে বর্ণিত শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়িভাবের কারণকে বিভাব কহে।

বিভাব দুই প্রকার আলম্বন ও উদ্দীপন।

আলম্বন-বিভাব, Substantial

যাহাকে অবলম্বন করিয়া উৎসাহাদি স্থায়িভাবের উদয় হয় তাহাকে আলম্বন-বিভাব কহে। যেমন নায়ক ও প্রতিনায়ক পরস্পর পরস্পরের আলম্বন।

যুদ্ধ সময়ে যোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিযোদ্ধার যেমন উৎসাহের উদয় হয়, সেইরূপ প্রতিযোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া যোদ্ধারও উৎসাহের উদয় হয়, অতএব ইহারা উভয়ই উভয়ের আলম্বন-বিভাব। কাণ, খঞ্জ, আতুর ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিয়া শোক এবং দুঃখ জন্মে. অতএব করুণরসের আলম্বন বিভাব কাণ

খঞ্জ প্রভৃতি দুঃখী ব্যক্তি। ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় জন্মে, অতএব ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পদার্থ ভয়ানক-রসের আলম্বন-বিভাব।

"বিগত যামিনীকালে, মহীধর-মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি॥
নিরখিয়া শুকতারা, চক্ষে বহে শতধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ দুঃখের ভোগে, বিষম বিভ্রম যোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণকায়,
হিম হয় হিমকলেবর॥
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব
অদ্রিদেহ আর্দ্র নহে স্নেহে।
এত দিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে॥
মৈনাক-সন্তান-শোকে, শূন্য দেখি তিন লোকে,
আলোকে আঁধার গিরিপুরী।
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহন মাধুরী॥
সবে এক সুকুমারী, তাহারে ভিখারি-নারী,
করিলে হে নিদয় পাষাণ।
হাহা কন্যা গুণবতী, সরলপ্রকৃতি সতী,
দুঃখানলে দহে তার প্রাণ॥

দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারির কোলে ভিখারিণী।
দীনা হীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত প্রেতিনী সঙ্গিনী॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন।
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন॥
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোধূলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল।
স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বনফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ-কুণ্ডল॥"

এই স্থানে মেনকার করুণ-রসের আলম্বন-বিভাব গৌরী ;—যেহেতু গৌরীকে দেখিয়া শোকের উদয় হইতেছে।

উদ্দীপন-বিভাব, Enhancer.

স্থায়িভাবের উদ্দীপককে উদ্দীপন-বিভাব কহে। উদ্দীপন-বিভাব আলম্বনের চেষ্টা, রূপ, লাবণ্য ও ভূষণাদি এবং দেশ কাল ব্যবহারাদি ভেদে নানা প্রকার।

আলম্বনের চেষ্টা যথা, যখন যোদ্ধা বাহু আস্ফোটন করিয়া শরপ্রহার করে তখন শরপ্রহারের উদ্যোগ-দর্শনে প্রতিযোদ্ধার উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, আবার যখন প্রতিযোদ্ধা ঐরূপ করিতে থাকে তখন ঐ কার্য্য দেখিয়া যোদ্ধার উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ কার্য্যগুলি বীররসের উদ্দীপন-বিভাব। যখন কোন ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যু হয় তখন সেই সন্তানের সদৃশ কোন

ক্তির রূপ দর্শন করিয়া অথবা সেই সন্তানের ভূষণ অবলোকন করিয়া পিতা মাতার শোক ও দুঃখের উদ্দীপ্তি হয় অতএব রূপ, ভূষণ ও দুঃখাবস্থাদি করুণরসের উদ্দীপন-বিভাব। মহর্ষিদিগের আশ্রমপ্রভাবে প্রশান্ত মৃগকুলের সহিত ক্রূর ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বৈরিভাব পরিত্যাগ দেখিয়া লোকদিগের মনে সমভাবের উদয় হয়, অতএব ঐ স্থান শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। বৃদ্ধাবস্থাতে অনেকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, অতএব ঐ কাল শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব; ও সময়ে সময়ে ভাবুক-ব্যক্তির দেবারাধনে ভক্তি হয় অতএব ঐ কালও শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের স্তব করিতেছে তাহা দেখিয়া স্তবে উৎসাহ ও কোন ব্যক্তি দান করিতেছে তাহা দেখিয়া দান বিষয়ে উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয় অতএব ঐ ব্যবহার উদ্দীপন-বিভাব। উপরি কথিত বিষয়গুলি কাব্য ও নাট্যে বর্ণিত হইলেই বিভাব হইবে।

নিম্নলিখিত উদাহরণটী শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব।

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর, কোটি শশি পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সম্বৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালেপাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তিরাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম, শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল॥"

বিপ্রলম্ভ বিশেষের উদ্দীপন-বিভাব যথা—

"কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশ, উগরাহ নিত্য বিষ,
বিরহি জনের পোড়ে গা॥
নন্দনকাননে বাস, সুখে থাক বার মাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলি অনাথ যুবতী॥
আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাতা খা,
মদনের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা,
কালসাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥
আসিয়া বসন্তকালে, বসিয়া রসাল ডালে,
প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা।
হেন করি অনুমান, আইল কিবা এই স্থান,
পিকরূপী হইয়া লহনা॥
খাও সুমধুর ফল, উগরাহ হলাহল,
বৃথা বধ করহ যুবতী।
পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন,
মুকুন্দের মধুর ভারতী॥"

এই স্থানে কাল প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাব হইয়াছে।

নিঃ উদাহরণটী করুণাখ্য-শৃঙ্গারের; কিন্তু ইহাতে ২টীও অশ্লীল পদ নাই, ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়।

অনুভাব, Ensuant.

কাব্যে বর্ণিত ও নাট্যে প্রকাশিত ক্রন্দন, ভুজাক্ষেপ প্রভৃতি স্থায়িভাবের কার্য্যকে অনুভাব কহে।

করুণ রসের অনুভাব, ক্রন্দন, রোমাঞ্চ, ভুজাক্ষেপ, সংলুন্টন প্রভৃতি কার্য্য। যথা—

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনকআসনে
সভাতলে, নীরবে বসিলা মহামতি
শোকাকুল, পাত্র মিত্র সভাসদ্ আদি
বসিল সকলে, হায় বিষণ্ণ বদনে।
হেন কালে সহসা ভাসিল চারি দিকে
মৃদু রোদননিনাদ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুর ধ্বনি, কিঙ্কিনী বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।
আলু থালু হায় এবে কবরীবন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা—
কুসুম রতন হীন বনসুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহুশোকে

বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবক! শোকের ঝড় বহিল সভায়!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনকআসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলিল ছত্র ছত্রধর
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র মিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।"

এই উদাহরণের ক্রন্দনপ্রভৃতি কার্য্যগুলি করুণ রসের অনুভাব জানিতে হইবে।

সঞ্চারিভাব, Accessory.

স্থায়িভাবের যে সকল কার্য্য সকল রসেই পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করে অর্থাৎ যাহারা একমাত্র রসের কার্য্য না হইয়া সকল রসেই উদ্ভূত ও অনুভূত হয় তাহাদিগকে সঞ্চারিভাব কহে।

এই সঞ্চারিভাব ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। যথা—

নির্ব্বেদ ১, আবেগ ২, দৈন্য ৩, শ্রম ৪, মদ ৫, জড়তা ৬, উগ্রতা ৭, মোহ ৮, বিবোধ ৯, স্বপ্ন ১০, অপস্মার ১১, গর্ব্ব ১২, মরণ ১৩, আলস্য ১৪, অমর্ষ ১৫,

নিদ্রা ১৬, অবহিথা ১৭, ঔৎসুক্য ১৮, উন্মাদ ১৯, শঙ্কা ২০, স্মৃতি ২১, মতি ২২, ব্যাধি ২৩, সন্ত্রাস ২৪, লজ্জা ২৫, হর্ষ ২৬, অসূয়া ২৭, বিষাদ ২৮, ধৃতি ২৯, চপলতা ৩০, গ্লানি ৩১, চিন্তা ৩২, বিতর্ক ৩৩;

সঞ্চারিভাবকে ব্যভিচারিভাব নামেও উল্লেখ করে।

৬, জড়তা, Stupifaction.

প্রিয় কিংবা অপ্রিয় অথবা অভূতপূর্ব্ব বস্তুর দর্শন বা শ্রবণ হেতু যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা বা বিস্ময়াবিষ্টতা তাহাকে জড়তা কহে। ইহাতে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ, এবং মৌনাবলম্বন প্রভৃতি বহির্ভাব অভিলক্ষিত হয়।

"এত বাক্যে চণ্ডী যদি না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
হতবুদ্ধি হয়ে রহে আখেটী নন্দন॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর॥
শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
কহেন করুণাময়ী মৃদু মন্দ স্বরে॥

এই স্থলে দেবীর মায়াপ্রভাবেই ব্যাধের জড়তা জন্মিয়াছে, যেখানে উক্তলক্ষণানুসারে সংজ্ঞাহীনতাদি জন্মি-

রে তথায়ই প্রকৃত জড়তা বলিয়া গণনা করা উচিত। এই নিমিত্ত প্রকৃত জড়তার উদাহরণস্থলে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না। তবে কেবল একটী আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই উদ্ধৃত করা গেল। অন্যান্য সঞ্চারিভাবের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ স্থানান্তরে লক্ষিত হইবে।

স্থায়িভাব, Permanent condition.

বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব-দ্বারা যাহারা রসরূপে পরিণত হয় তাহাদিগকে স্থায়িভাব কহে।

এক একটী স্থায়িভাব এক একটী রসে প্রতিনিয়তই অবস্থিতি করে; (যেমন করুণরসে শোক, বীররসে উৎসাহ ইত্যাদি স্থায়িভাব) কদাপি অন্তর্হিত হয় না; বরং কোন বিরুদ্ধ স্থায়িভাবের সহিত মিলিত হইলে তদ্ভাবাক্রান্ত না হইয়া স্বীয় ভাবকে সুস্থির রাখে, এই নিমিত্ত ইহাদের স্থায়িভাব নামটী অন্বর্থ হইতেছে।

দেখ মহাভারতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, পরিণয়, হাস্য, কৌতুক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বীর, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রসসমূহ উদিত হইয়াছে তথাপি পরিণামে শম ব্যঞ্জক শান্তরসের কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এই হেতু মহাভারতকে শান্তরসপ্রধান মহাকাব্য-নামে নির্দ্দেশ করে। আরও দেখ, রামায়ণে নানা প্রকার কার্য্যোপলক্ষে বহুবিধ রসের আবির্ভাব হইলেও চরমে শোক-ব্যঞ্জক করুণরস অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া রামায়ণকে করুণপ্রধান মহাকাব্য বলে। এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এক রসে বহু স্থায়িভাবের

সমাগম হইলেও বর্ণনীয় রসের প্রাধান্য হেতু তাহারই স্থায়িভাবকে প্রধানরূপে গণনা করিতে হইবে। তদবস্থায় অন্য স্থায়িভাবকে ব্যভিচারি-নামে উল্লেখ করে। তাহার লক্ষণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

শোক, Sorrow.

প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু কিম্বা দুঃখাদি হেতুক চিত্তের যে বৈক্লব্য তাহাকে শোক কহে।

উৎসাহ, Magnanimity.

কার্য্যাদির আরম্ভে যে দৃঢ়তর যত্ন তাহাকে উৎসাহ কহে।

বিস্ময়, Surprise.

অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন অদ্ভুত পদার্থ দর্শনে সামাজিকগণের পুলকাদিজনক যে চিত্তবিস্তার তাহাকে বিস্ময় কহে।

ক্রোধ, Resentment.

প্রতিকূল ব্যক্তির দোষ দেখিয়া ভ্রূভঙ্গাদিজনক উগ্রতা ও অপচিকীর্ষা-রূপ চিত্তের উদ্ধত অবস্থাকে ক্রোধ বলে।

ভয়, Terror.

শত্রু অথবা হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সম্ভাব্যমান অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিয়া চিত্তের যে বিকলতা জন্মে তাহাকে ভয় কহে।

রতি, Love (or Desir).

মনের অনুকূল বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রত্বকে

(অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদি-বিষয়ে মনের ভাব-বিশেষকে) রতি বলে।

হাস, Mirth.

বিকৃত বাক্য শ্রবণ অথবা বিকৃত বেশাদি দর্শন জন্য চিত্তবিস্তারকে (অর্থাৎ মুখ-প্রসন্নতাদি জনক সুখসম্মিলিত মনের ভাববিশেষকে) হাস কহে।

জুগুপ্সা, Disgust.

কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ দর্শন করিয়া তাহার হেয়তাদি জ্ঞানজনিত চিত্তের সঙ্কোচভাবকে জুগুপ্সা কহে।

শম, Quietism.

ভোগসুখে নিরভিলাষী হইয়া বিষয়ে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিলে পরমাত্মাতে জীবাত্মার দুঃখাসম্পৃক্ত অনির্ব্বচনীয় যে বিশ্রামসুখ হয় তাহাকে শম কহে।

এই শোকাদি নয়টী স্থায়িভাব বিভাবাদিদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া করুণাদি রসরূপে পরিণত হয় ইহা অগ্রেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে ঐ রসের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

করুণ, Pathetic.

প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু কিম্বা অনিষ্ট ঘটিলে করুণরস হয়। এই রসে শোক স্থায়িভাব ; শোচ্য আলম্বন-বিভাব ; সেই শোচ্যের দাহাদি অবস্থা

উদ্দীপন-বিভাব; দৈবনিন্দা, ভূপতন, ক্রন্দনাদি, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, প্রলাপ, বিবর্ণতা,* স্তম্ভ প্রভৃতি অনুভাব; নির্ব্বেদ,(১ম) মোহ,, অপস্মার,(১১স) ব্যাধি,* গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ. জড়তা, চিন্তাদি ব্যভিচারি-ভাব।

---

* বিবর্ণতা, স্তম্ভ প্রভৃতি আটটিকে স্বাত্ত্বিকভাব নামে উল্লেখ করে, কিন্তু ইহারা অনুভাবের অন্তর্গত।

সাত্ত্বিকভাব, Involuntary evidence of feeling.

স্তম্ভ (অর্থাৎ নিস্তব্ধতা) ১, প্রলয় (অর্থাৎ সংজ্ঞাহীনত্ব) রোমাঞ্চ ৩, স্বেদ ৪, বেপথু ৫, অশ্রু ৬, স্বরভঙ্গ ৭, বিবর্ণতা ৮।

স্বেদ-নামক স্বাত্ত্বিকভাবের উদাহরণ। যথা—

"সুখাসনে শয়নে বিষণ্ন নৃপবর।
চারু পট্টবসনে আবৃত কলেবর॥
চারি ধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়॥
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে॥
অশ্রু পথ অবরুদ্ধ স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয়॥"

এই উদাহরণে "স্বশব্দবাচ্য" দোষ হইয়াছে তাহা দোষপরিচ্ছেদে দৃষ্ট হইবে।

(১ম) নির্ব্বেদ, Self disparagment.

তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষাদি হেতুক যে আত্মাবমাননা তাহাকে নির্ব্বেদ কহে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা, উচ্ছ্বসিতাদি অভিলক্ষিত হয়।

(১১ম) অপস্মার, Dementedness.

ভূতাদির আবেশ জন্য মনের বিকলতাকে অপস্মার কহে। ইহাতে ভূপতন, কম্প, ঘর্ম্ম, ফেন, লালাদি কার্য্য বিশেষরূপে দেখা যায়।

ইষ্ট ব্যক্তির নাশ হইতে করুণ যথা—

"নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন॥
পতি-পুত্র-শোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখপারাবার॥
শোকশূলে মাথা হলো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখন মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা মাতা ডাকি অনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার॥
জননী জননী বলে চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥
মা বলে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লতে মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননী-স্নেহ কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীত মনে বলি মা মা মা॥
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই॥
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার॥
আহা আহা মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালে কোথায়॥"

রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরাল-গমনা কান্তা কুরঙ্গ-নয়না॥
সহাস্য বদনে সতী সুমধুর স্বরে।
বেতাল করিতে পাঠ মম কর ধরে॥
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বন বিহঙ্গ সহিত॥
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো করে ছিল মম দেহ-সরোবর॥
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়॥
হেরি সব শবময় শ্মশান-সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার॥"

এই উদাহরণে বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব প্রভৃতির বিষয়গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

গদ্যে করুণ যথা।—

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য, তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া

দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর। এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়াছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়াগিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত, তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ তাহারা দুর্নিবার রিপু বশীভূত হইয়া ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্ম লোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-লজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে

পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় দুঃখ আর বোধ হয় না যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়, কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ ভাবিয়া দেখ এই অনবধান দোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই ধর্ম্ম নাই ন্যায় অন্যায় বিচার নাই হিতাহিত বোধ নাই সদসদ্বিবেচনা নাই কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সেদেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।"

এই উদাহরণে ভারতবর্ষীয় মানবগণ ও বিধবা স্ত্রীসকল আলম্বন বিভাব; বৈধব্য যন্ত্রণা উদ্দীপন-বিভাব; পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির চিন্তা ও দৈবনিন্দাদি অনুভাব; স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব; শোক স্থায়িভাব।

বীর, Heroic.

বীররসে উৎসাহ স্থায়িভাব; বিজেতব্যাদি আলম্বন-বিভাব; বিজেতব্যাদির চেষ্টা উদ্দীপন

বিভাব; সহায় অন্বেষণাদি অনুভাব। ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, বিতর্ক, রোমাঞ্চ সঞ্চারিভাব। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয়। বীররস দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ-ভেদে চারি প্রকার। জীমূত-বাহন দয়াবীর; যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবীর; পরশুরাম দানবীর, রামচন্দ্র যুদ্ধবীর।

যুদ্ধবীর যথা—

"দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথি।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ছন্নমতি ॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির ॥
কিম্বা জামদগ্ন্য রাম কিম্বা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনি ॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র লহরি যেন রক্ষা করে কূলে ॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি ॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিকে যুড়িয়া করিব অস্ত্রময় ॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে ॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন ॥

কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলী॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনা নগর॥
অথবা দেখহ যুদ্ধ অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥"

এই স্থলে যুদ্ধবীর কর্ণ। বীররসে কিরূপ উৎসাহ থাকা আবশ্যক তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নে একটী উৎসাহের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়!
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়!
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়!
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়!
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়ের তনয় হে,
ক্ষত্রিয়ের তনয়!
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয় নিলয় হে,
হৃদয় নিলয়!

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়!
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ!
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়ে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার।
স্বার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।
কৃতান্ত কোমল কোল আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এত সুখে সবে তাহে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান।
কে বলে শমনসভা ভয়ের আধান হে,
ভয়ের আধান।
ক্ষত্রিয়ের জাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান।
স্মরহ ইক্ষ্বাকুবংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।

পরহিতে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন।
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি বিবরণ হে,
কীর্ত্তি বিবরণ।
বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়নন্দন।
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই॥"

ইহাতে বিরুদ্ধ রস-ব্যঞ্জক বর্ণরচনা হইয়াছে বলিয়া, যে দোষ ঘটিয়াছে তাহা দোষ পরিচ্ছেদে দেখ।

অদ্ভুত, Sense of Wonder.

অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়িভাব, অলোক-সামান্য বস্তু আলম্বনবিভাব; এবং সেই বস্তুর গুণাদির মহিমা উদ্দীপন বিভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদস্বর, সম্ভ্রম, ও নেত্রবিকাশাদি কার্য্য অনুভাব; বিতর্ক, আবেগ, হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব॥

যথা—

"অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।

ধরি রামা বামকরে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারয়ে করয়ে সংহার॥
কনক কমল-রুচি, স্বাহা, স্বধা, কিবা শচী,
মদন-মঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥"
"শুনরে কাণ্ডারী ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী॥
প্রামাণিক বলয়ে গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভার।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥"

ইত্যাদি কবিকঙ্কণে কমলে কামিনী দর্শন নামক প্রস্তাবে দেখ।

এস্থলে কমলে কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময় হইয়াছে, যেহেতু কমলে কামিনী এক অদ্ভুত পদার্থ, তাহাই বিস্ময়ের আলম্বন-বিভাব, এবং ঐ কমলে কামিনীর স্বভাবের প্রশংসা উদ্দীপন-বিভাব, ও তাহার দর্শন হেতু শ্রীমন্তের বিতর্ক আবেগাদি অনুভাব।

রৌদ্র, The terrible.

রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব, শত্রু আলম্বন-বিভাব, শত্রুর চেষ্টা এবং প্রহারাদি উদ্দীপন-বিভাব, যুদ্ধাদি হেতু এই রসের অতিশয় উদ্দীপ্তি হয়, ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনির্দ্দংশন, বাহ্বাস্ফোটন, তর্জ্জন, গর্জ্জন এবং আত্মগুণের শ্লাঘা পূর্ব্বক আয়ুধোৎক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; উগ্রতা, আবেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মদ, মোহ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যথা—

বৃত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন॥
ইন্দ্ররাজ দেব যবে তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে আগুন হইল॥
আজি সংহারিব ইন্দ্র দেখ সর্ব্ব জন।
নহে মোর তপ ব্রত সব অকারণ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কিরূপে বহিছে ধর্ম্ম এপাপির ভার॥
ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী কারো না হিংসিল॥
হেন পুত্র মোর মারে দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস করিয়া তবু করিল সংহার॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর ধায় কোপভরে॥

দুই পাটি দন্ত ঘন করে কড় মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভুরড়॥
বায়ু বলিলেন ইন্দ্র নিশ্চিন্ত আছহ।
ক্রোধান্বিত ত্বষ্টা মুনি আইসে দেখহ॥
করে কর কচালে উরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে চরণ নড় বড়॥
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড় বড়।
সঘনে গর্জ্জয়ে ঘন গড় গড় গড়॥
নাসার নিশ্বাস যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন শুনি চড় চড়॥
ঘন ঘন জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড় মড়॥"

এস্থলে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যুদ্ধ-বীর-গত বীর ও রৌদ্র এই উভয় রসের পরস্পর ভেদ নাই, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

যুদ্ধবীরে উৎসাহ স্থায়ি-ভাব ও বিজেতব্যাদি আলম্বন-বিভাব, এবং ধীরোদাত্ত নায়ক (ধীরোদাত্ত, ধীর-প্রশান্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত,* এই চারি প্রকার

---

* (ধীরোদাত্ত) যেব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করে, হর্ষ কিম্বা শোকে অভিভূত না হয়, বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং যাহা অঙ্গীকার করে তাহা নির্ব্বাহ করে তাহাকে (ধীরোদাত্ত) বলে। যথা রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির।

(ধীরপ্রশান্ত) যাহার সামান্য গুণ অনেক আছে তাহাকে ধীর-প্রশান্ত কহে। যথা মালতীমাধবাদিতে মাধবাদি।

(ধীরোদ্ধত)। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা বিষয়ে নিরত; এমন যে ব্যক্তি তাহাকে ধীরোদ্ধত বলা যায়। যথা ভীমসেনাদি।

নায়ক†।) রৌদ্ররসে কোপান্বিত ব্যক্তির মুখ এবং নেত্রাদি আরক্তিম হইবে ও ক্রোধ স্থায়িভাব হইবে এবং শত্রু আলম্বন বিভাব; আর অন্যান্য বিভেদ এই দুই রসের লক্ষণ দেখিলে জানা যাইবে। অপর আর একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল, তদ্দৃষ্টে রৌদ্ররস বিশেষ রূপে অনুমান করিতে পারা যায়।

যথা—

"উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘন ঘটা জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্বি লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দল মল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহা ক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিণাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক॥
ধরিতে নাপারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে॥

---

*(ধীরললিত) যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, নম্র, এবং নৃত্য গীতাদিতে আসক্ত তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা রত্নাবল্যাদিতে বৎসরাজাদি।

† নায়ক, Hero or Leading character (অর্থাৎ নেতা)। দাতা, কৃতী, কুলীন, সুশ্রী, রূপ যৌবন সম্পন্ন, উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ, লোকপ্রিয়, তেজস্বী, চতুর ও সুশীল এমন যে ব্যক্তি তাহাকে নায়ক বলে।

ইত্যাদি অন্নদামঙ্গলে শিবব্যাসে কথোপকথন প্রস্তাবে দেখ।

এই, দুইটী প্রস্তাবেই স্বশব্দ দোষ আছে। তাহা দোষপরিচ্ছেদে দেখ। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি সর্ব্বগুণসম্পন্ন কবিতা পাইবার সুবিধা হয় নাই, এই নিমিত্ত সদোষ কবিতা উদ্ধৃত করিতে তাদৃশ শঙ্কিত হইলাম না।

ভয়ানক, The fearful.

ভয়ানক রসে ভয় স্থায়িভাব, ইহা স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে বর্ণনীয়, যাহা হইতে ভয় হয় তাহাই আলম্বনবিভাব, তাহার ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব; বৈবর্ণ, গদ্‌গদ্‌স্বরে কথন, প্রলয়, রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প, ও দিকপ্রেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; জুগুপ্‌সা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, সম্ভ্রম ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যথা—

"জঙ্গল ছাড়িয়া এক বাঘ মহাকায় রে।
গ্রামের ভিতর ঢুকে গরু মেষ খায় রে।
হেন কথা চৌকিদার গ্রামেতে জানায় রে।
পথে ঘাটে শুনে সবে ঘরপানে ধায় রে।
কুঁজ হয়ে কুঁজা বুড়ী গুড়ি গুড়ি যায় রে।
বামন বামন হয়ে মাটী মিসে ধায় রে।
কেহ বা খুলিয়া ছাতা মুড়ি দিয়া যায় রে।
কেহবা উঠিয়া বৈসে গাছের আগায় রে।

ফেলিতে মাথার মোট মুটে পড়ে যায় রে।
ক্রীড়া ছাড়ি তাড়া তাড়ি বালক পলায় রে।
ছেলে কোলে গোয়ালিনী দৌড়িতে না পায় রে।
লাফিয়া লাফিয়া খোঁড়া লাঠি ধরে যায় রে।"

শৃঙ্গার,* The erotic.

রম্যদেশ রম্যকাল রম্যবেশভূষা ও উপভোগাদি হেতুক নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শন স্পর্শনাদি জন্য অনুরাগ হেতু যে ভাবোদয় হয় তাহাকে শৃঙ্গার বলে। এই রসে রতি স্থায়ি ভাব, নায়ক ও নায়িকা উভয়ই উভয়ের আলম্বন বিভাব, চন্দ্র চন্দনাদি বিলাস-বস্তু ও ভ্রমর কোকিলাদির ঝঙ্কারাদি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূকুটি বিস্তার ও কটাক্ষাদি অনুভাব; উগ্রতা, মরণ, আলস্য, ও জুগুপ্সা পরিত্যাগ করিয়া আর সমুদয় ব্যভিচারি ভাবগুলি ইহাতে সঞ্চরণ করে।

---

* শৃঙ্গার রসকে আদ্যরস বলে এবং অগ্রে লিখিয়াথাকে. কিন্তু আমরা উহাকে মধ্যে লিখিয়াছি বলিযা উহার আদ্যরস এই নামটি অপনীত হইবার নহে. যে হেতু আদ্যরস বলিলে শৃঙ্গার রসকেই বুঝায় ইহা প্রসিদ্ধি আছে, এইরূপ নিশ্চয় থাকাতেই ইহাকে যেখানে সেখানে স্থাপিত করিলেও ইহাকে আদ্যরস ভিন্ন, অন্য রসকে (অর্থাৎ প্রথমে স্থাপিত করুণরসকে) কেহ আদ্যরস বলিবে না, তবে এক্ষণে যেখানে শৃঙ্গাররস এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে তথায় আদ্যরস এই নামটী দেওয়া যাইবে।

ইহা প্রধানতঃ দুইপ্রকার বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

যেখানে প্রিয় ব্যক্তির* প্রতি বিশেষরূপে অনুরাগ জন্মিয়াছে কিন্তু প্রিয় ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইতেছে না তথায় (অর্থাৎ বিরহাবস্থায়) বিপ্রলম্ভ বলে।

বিপ্রলম্ভ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস, করুণ ভেদে চারি প্রকার। পূর্ব্ব রাগ। যথা—

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগ মগ মন টল মল॥
সিহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর,
হিয়া হৈল জ্বর জ্বর, আঁখি ছল ছল॥
তেয়াগিয়া লোকলাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ, লয়ে চল চল॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরান করে,
চিত না ধৈরজ ধরে, পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়,
ভারত ভাবিয়া তায়, ভাবে ঢল ঢল॥

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যাসুন্দরের দর্শন নামক প্রস্তাবে দেখ।

এই প্রস্তাবে মালিনীর মুখে সুন্দরের রূপ লাবণ্যাদির কথা শ্রবণ হেতু বিদ্যার পূর্ব্বরাগ† জন্মিয়াছিল

* প্রিয় ব্যক্তি নায়ক ও নায়িকা।

† পূর্ব্বরাগ। যেখানে নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শন অথবা পরস্পরের রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ হেতু উভয়ের অন্তঃকরণে অনুরাগ জন্মিয়াছে কিন্তু তাহারা উভয়ে উভয়কে না পাইয়া যে

ও ভাটের মুখে বিদ্যার রূপ যৌবনাদির কথা শ্রবণে সুন্দরের পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছিল তাহা সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা নামক প্রস্তাবে দেখ। মান—উক্ত গ্রন্থে বিদ্যার মান ও সুন্দর প্রসাদন নামক প্রস্তাবে দেখ। প্রবাস-কবিকঙ্কনে ধনপতির বিদেশ গমন কালে বসন্ত আগমে খুল্লনার খেদ নামক প্রস্তাবে দেখ।

করুণ বিপ্রলম্ভ যথা—

"হে জীবিতেশ্বর! এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? তুমি তরলিকাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার নিমিত্ত কত কষ্টভোগ করিয়াছি, ও কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তোমার বিরহে এক দিন যুগ-সহস্রের ন্যায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও, একবার আমার কথার উত্তর দাও। আমি লজ্জা ভয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি, তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আমার আর উপায়ান্তর নাই। আমি তোমার ভক্ত ও তোমার প্রতিই সাতিশয় অনুরক্ত। তোমাবই কাহাকেও জানি না, তুমি দয়া না করিলে আর কে দয়া করিবে! আ! এখনও জীবিত

দুর্ব্বিষহ যাতনা সহ্য করিতেছে উহাদের ঐ দশাবিশেষকে পূর্ব্ব-রাগ বলে। ইহাদিগের ভেদ ও লক্ষণাদি ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরীতে দেখ, উক্ত কবিবর কেবল আদ্য রসের যত ভেদ ও নায়ক নায়িকাদি হইতে পারে তাহাদিগের উদাহরণের সহিত গ্রথিত করিয়া ঐ গ্রন্থের রসমঞ্জরী এই নাম দিয়াছেন, যাঁহার এই রসে বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক তিনি তথায় দেখুন।

আছি। আমি না পিতামাতার বশবর্ত্তী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মীয়গণের অপেক্ষা করিলাম। • সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? তিনি কি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অরে কৃতঘ্নপ্রাণ! তুই আর কেন যাতনা দিস? আ! এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই, যমও এই পাপকারিণীকে ঘৃণা করেন। কি জন্য আমি তোমাকে তাদৃশ অনুরক্ত দেখিয়াও গৃহে গমন করিয়াছিলাম? আমার গৃহে প্রয়োজন কি? পিতা, মাতা, বন্ধুজন ও পরিজনের ভয় কি? হায় এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন হই, কোথায় যাই। অয়ি বনদেবতে! ভগবতি ভবিতব্যতে! অম্ব বসুন্ধরে! করুণা প্রকাশ করিয়া দয়িতের জীবন প্রদান কর।" ইত্যাদি কাদম্বরীতে দেখ, পুণ্ডরীকের মৃত্যুতে মহাশ্বেতার করুণ বিপ্রলম্ভ হইয়াছিল*। সম্ভোগ যথা।

নায়ক নায়িকার দর্শন স্পর্শনাদি জন্য চুম্বনাদিকে সম্ভোগ বলে।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধুতী পড়িছে খসিয়া॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্ত করী ধরিল॥

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে বিহারারম্ভ প্রস্তাবে দেখ।

---

* নায়ক নায়িকার মধ্যে এক জনের মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জীবিতাশায় এক জন যে বিলাপ করে সেই বিলাপকে করুণ বিপ্রলম্ভ বলে।

হাস্য, The comic.

বিকৃত আকার বিকৃত বাক্য বিকৃত বেশ-ধারি নটাদির বিকৃত চেষ্টা জন্য এই রসের উদয় হয়, এই রসে হাস স্থায়িভাব। লোকেরা যে বিকৃত বাগ্বেশচেষ্টাদি দেখিয়া হাসে তাহাই আলম্বন বিভাব, তাহার চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব, চক্ষুঃসঙ্কোচ ও দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক আস্য বিস্ফারণাদি অনুভাব; নিদ্রা আলস্য অবহিত্থাদি* ব্যভিচারিভাব।

যথা—

"পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ঐ দেখলো সজনি॥
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা॥"

---

*অবহিত্থা—Dissembling, ভয় গৌরব লজ্জাদি হেতু অবস্থাকে অবস্থান্তর দ্বারা যে গোপন তাহাকে অবহি[ত্থা কহে।]
যথা—

বীভৎস, The disgustful.

বীভৎস রসে জুগুপ্সা স্থায়িভাব, দুর্গন্ধি মাংস প্রভৃতি দ্রব্য আলম্বন বিভাব, এবং ঐ সমুদয় দ্রব্যে কৃমিপাতাদি উদ্দীপন বিভাব; নিষ্ঠীবন মুখবিকৃতি, নেত্রসঙ্কোচ প্রভৃতি অনুভাব; মোহ, কার্য্য অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি, মরণাদি ব্যভিচারি ভাব।

যথা—

রাম! রাম! এ বড় কু স্থান।
পোড়া হাড় ছড়া ছড়ি, মড়া নিয়ে কাড়া কাড়ি,
করিতেছে শ্যালের বিতান॥
ওথায় পেতনী দানা, খাইছে সখের খানা,
এক খানা পচা ঠ্যাঙ্ নিয়া।
পোকা ভাছে মুড়ি প্রায়, বিজ বিজ করে তায়,
আগে তাই খাইছে বাচিয়া॥

"বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেল ধেয়ে॥
আলো করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া।
ধুলাঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হতে বুড়া এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া নাপারি কহিতে॥"

.ন পার্ব্বতী লজ্জা হেতুক হর্ষাদি গোপন করিতেছেন।

এথায় একটা ভূতে, জলন্ত চিতায় মূতে,
আধপোড়া মড়া টানে জোরে।
আমোদে ছিঁড়িয়া ভুঁড়ি, কামড়ায় নাড়ীভুঁড়ি,
ভুঁড়ির ভিতরে মুড়ি পোরে॥
দেখহ গাছের কাছে, মড়া এক পড়ে আছে,
ফুলে ঢোল দাঁত ছরকুটে॥
গলিয়া পড়িছে কায়, পিপীড়ায় ছিঁড়ে খায়,
পচা গন্ধে নাড়ী পড়ে উটে॥

মেঘনাদ-বধ-কাব্যে নরকবর্ণন প্রস্তাবে বীভৎসরসের বর্ণনা আছে, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

শান্ত, The quietistic.

শান্তরসে শম স্থায়িভাব; ইহা উত্তমপ্রকৃতিতে বর্ণনীয়; অনিত্যত্বাদি নিমিত্ত পদার্থের যে নিঃসারত্ব-জ্ঞান এবং পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় ইহাতে আলম্বন-বিভাব। পুণ্যাশ্রম মহাপুরুষ ও তীর্থাদির দর্শন উদ্দীপন-বিভাব। রোমাঞ্চাদি অনুভাব। নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাব।

যেখানে সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা না থাকে এবং শম প্রধান থাকে তথায় শান্তরস বলে।

রাগিণী, রামকেলী। তাল, আড়া-ঠেকা।

“ দম্ভভাবে কত রবে, হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, মুগ্ধ হয়ে পরদ্রোহে.
আপন দোষ-সন্দোহে, না কর সন্ধান।
রোগেতে অতিকাতর, শোকেতে ব্যাকুলান্তর,
অথচ আমি অমর, মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
সত্যের শরণ লও, পাবে পরিত্রাণ॥"

"স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে,
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে,
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা.
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।"

শান্তরসের উদাহরণ মহাভারতে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ব্রহ্মসঙ্গীতাদিতে অনেক আছে।

নির্ব্বেদ না হইলে শান্তরস পুষ্ট হয় না এই হেতু শান্তরসমিশ্রিত নির্ব্বেদের উদাহরণ লিখিত হইতেছে। এবং শান্তরসের সহিত দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীরের কি বৈসাদৃশ্য আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

নির্ব্বেদের লক্ষণ ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

নির্ব্বেদের উদাহরণ।

"আশার সাগর-পারে, কেহ নাহি যেতে পারে,
সকলেতে মগ্ন আছে তায়।
প্রবৃত্তির বাতাঘাতে, বিষম তরঙ্গ তাতে,
কি আশ্চর্য্য হায় হায় হায়॥
কিবা ধনী কিবা দীন, কার আশা নহে ক্ষীণ,
ভাবে সবে এ দিন না রবে।

হরি ভয় পরিহরি, মনেতে রাজত্ব করি,
কাল হরে আশার বিভবে ॥
দারা পুত্র পরিবার, করে নানা উপকার,
ইহকালে মনের সহিতে।
কিন্তু পরকাল-পথে, যেতে নারে কোন মতে,
উপকার পারে না করিতে ॥
অতুল বিপুল ধন, দাস দাসী অগণন,
পাত্র মিত্র আত্মীয় স্বজন।
সঙ্গে কেহ নাহি যাবে, কেবল আত্মীয় ভাবে,
ইহকালে করিবে যতন ॥
অনিত্য জীবন, নহে চিরন্তন, চঞ্চল চঞ্চলা সম।
একি কর্ম্মভোগ, তবু আশা-রোগ, নাহি হয় উপশম ॥

রাগিণী, রামকেলী। তাল, জলদ তেতালা।

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
সবে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর ॥
দারা সুত অনুগত, যারে স্নেহ কর যত,
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।
হইবে মুখ মলিন, ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী লীন, হিম কলেবর।
গৃহে হাহাকার রব, বিষণ্ণ বান্ধব সব,
বিভব ভাবিয়া তব, ব্যাকুল অন্তর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
মৃত্যুভয়ে পাবে ত্রাণ, ভাব পরাৎপর ॥"

যে ব্যক্তির একমাত্র দানবিষয়ে উৎসাহ আছে, এবং যাচকের অভিলাষ পূরণার্থ পুত্র কলত্রাদিরও প্রতি স্নেহ ও মমতাশূন্য হইয়া দাতৃত্বধর্ম্ম প্রতিপালনজন্য স্বহস্তে

তাহাদিগের শিরশ্ছেদনেও পরাঙ্মুখ বা শঙ্কিত না হয়েন তাঁহাকেই দানবীর বলা যায়। যথা, কর্ণ যাচকের আকাঙ্ক্ষা সম্পাদন-জন্য আত্মহস্তে স্বীয় তনয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন।

এখানে দেখ প্রাণিবধরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতেছে তথাপি দাতৃত্ববিষয়ে লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায় নাই।

যাঁহার পরদুঃখ দেখিয়া মনে করুণার উদয় হয় এবং তাহার দুঃখ দূরকরণার্থ দয়া ও একান্ত উৎসাহ সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে, অধিক কি, আবশ্যক হইলে স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিতেও যিনি উদ্যত হন, তিনিই দয়াবীর। যথা, জীমূতবাহন আত্ম-কলেবর সমর্পণ-দ্বারা গরুড় হইতে নাগকুলের রক্ষা করিয়াছিলেন। (বেতালে পঞ্চদশ প্রশ্নে দেখ।) দয়াবীরের, ইহকালে কীর্ত্তিলাভের প্রতি ও পরকালে পুণ্যলাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে।

যে ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ-পর্য্যন্তকেও দুর্গন্ধ ও বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহের সহিত কালযাপন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়দ্বারা পরকালে সুখী হইতে চাহেন তাহাকে ধর্ম্মবীর বলে।

বীর রসে অহঙ্কার ও বিষয়সুখাভিলাষ থাকে, কিন্তু শান্তরসে একমাত্র পরমাত্মার লাভ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই স্পৃহা থাকে না; বীররসের সহিত শান্তরসের এই প্রভেদ জানিতে হইবে।

শান্তরস লইয়া রস নয়টী, কিন্তু সন্তানাদির প্রতি যে বৎসলভাব দেখা যায় কেহ কেহ তাহাকেও একটী রস বলিয়া গণনা করেন, উহাঁদিগের মতে রস দশটী।

বৎসল, Filial Affection.

সন্তানাদির প্রতি পিতা মাতার যে স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ ও বাৎসল্য-ভাব তাহাকে বৎসলরস কহে। এই রসে বৎসলতারূপ স্নেহ স্থায়িভাব; পুত্রাদি আলম্বন-বিভাব; পুত্রাদির চেষ্টা, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদি উদ্দীপন-বিভাব; এবং সেই পুত্রাদির অঙ্গ-সংস্পর্শ, চুম্বন ও দর্শনাদি-জন্য পুলকোদ্গম ও আনন্দাশ্রু প্রভৃতি অনুভাব; সন্তানাদির অমঙ্গলাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব ও আবেগাদি সঞ্চারি-ভাব। যথা,

"প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধ-বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্বশরীর শীতল করিব, পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অব-

লোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা অৰ্দ্ধোচ্চরিত মৃদুমধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব, এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।”

এখানে রাজা দুষ্মন্তের পুত্র-বাৎসল্য জন্মিয়াছিল।

যে যে রস যে যে রসের বিরোধী হয় তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

হাস্য ও আদ্য রস	করুণরসের	বিরোধী।
ভয়ানক, ও শান্তরস	বীররসের	”
হাস্য, আদ্য ও ভয়ানক রস	রৌদ্ররসের	”
আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত রস	ভয়ানকের	”
করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক	আদ্যের	”
আদ্যরস	বীভৎসরসের	”
বীর, আদ্য, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানক	শান্তরসের	”
ভয়ানক ও করুণরস	হাস্যরসের	”

যে যে রসে যে যে স্থায়িভাব সঞ্চারিভাব হয়।

যথা—স্বীয় স্বীয় স্থায়িভাব ব্যতীত অপর স্থায়িভাবগুলি অন্য রসে সঞ্চারি-ভাব হইবে। যেমন আদ্য ও বীররসে হাস সঞ্চারী হয়, বীররসে ক্রোধ সঞ্চারিভাব হয়, এবং শান্তরসে জুগুপ্সা সঞ্চারি-ভাব হয়, সেইরূপ অন্যান্য রসেও জানিতে হইবে।

ভাব, The incomplete flavour.

দেবতা গুরু ও পিতামাতাদি পূজ্য লোকের প্রতি যে রতি (ভক্তি) তাহাকে ভাব বলে, এবং সঞ্চারিভাব যেখানে প্রধান হয় তাহাকেও ভাব বলা যায় ; আর যেখানে কেবল স্থায়িভাবেরই উদ্বোধ হইয়াছে কিন্তু বিভাবাদি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, তথাও ভাব বলে।

পূজ্য ব্যক্তির প্রতি প্রীতি জন্মিলে ভক্তি-ভাব বলে এবং সন্তানের প্রতি প্রীতি জন্মিলে স্নেহভাব বলে। এই হেতুই ভক্তিকে ভক্তিভাব স্নেহকে বাৎসল্য-ভাব বলে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভাব রস-বর্জ্জিত নহে, রসও ভাববর্জ্জিত নহে ; বরং পরস্পরের সহিত পরস্পরের কখন অনৈক্য দেখা যায়না, এই হেতু ভাব ও রসকে এক পদার্থ বলিলেও অধিক দোষ হয় না। দেব বিষয়ে অনুরাগ যথা।

"কি হেতু করুণাময়ী ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শতকোটি বর্ষ।
হরিহর ত্যজে যার জেনেছি নিষ্কর্ষ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোক-বিধায়িনী।
মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তেঁই তার গো তারিণী॥"

ই স্থানে সুন্দর মরণবিষয়ে শঙ্কাহেতু ভগবতীকে স্তব করিতেছেন। ইহা দেববিষয়ক ভক্তি ও শঙ্কা-রূপ সঞ্চারিভাবের প্রাধান্য, এই দুয়েরই উদাহরণস্থল।

পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ যথা—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর কালিদাস সুমধুর ভাষী;
মুরারি মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি,
মনোহর, কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
বঙ্গভূমি অলঙ্কার; হেতু কেমনে
কবিতা-রস সরসে রাজহংসকুল
সহ কেলি করি আমি তুমি না শিখালে!।"

এখানে ভক্তি অপেক্ষা কবিত্বশক্তি প্রার্থনা বিষয়ে ঔৎসুক্য নামক সঞ্চারি-ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, এই নিমিত্ত এটীও ভাব। এই উদাহরণে যে দোষ আছে তাহা দোষ-পরিচ্ছেদে বলা যাইবে।

রাজবিষয়ে রতি যথা—

চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥

চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥

এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যশো-বর্ণনা বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অতএব ইহাও ভাব।

যদিও কোন কারণ বশতঃ কোন স্থলে উন্মাদাদি সঞ্চারিভাবের স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি তাহাকে সেই অবস্থায় স্থায়িভাব বলা বিধেয় নহে। কারণ সঞ্চারিভাব কোন না কোন সময়ে অবশ্যই অন্তর্ধান করিবে। দেখ বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে চতুর্থ অঙ্কে পুরুরবের উন্মাদ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তথাপি তাহাকে তদবস্থায় স্থায়িভাব বলা যায় নাই।

রসাভাস ও ভাবাভাস, The Semblance of complete and incomplete flavours.

অনুচিত বিষয়ে রসভাবাদির বর্ণনা করিলে রসাদির আভাস হয়।

গুরুর প্রতি কোপ করা কিম্বা রৌদ্র ব্যবহার করা, হীন জাতির প্রতি শান্তরস বর্ণনা করা, গুরুকে অবলম্বন করিয়া হাস্য, নিরপরাধ ব্যক্তির বধে উৎসাহ, স্ত্রী ও নীচপ্রকৃতিতে বীর রস বর্ণন, উৎকৃষ্ট পুরুষে ভয় বর্ণন, মুনিপত্নী গুরুপত্নী ও উপপতি বিষয়ে রতি এবং প্রতিনায়কে অধম পাত্রে ও তির্য্যক যোনিতে আদ্যরস ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণন করা অনুচিত। যথায় এই

রূপ বর্ণন দেখা যায় তথায় তাহাকে তদবস্থায় রস বা ভাব না বলিয়া রসাভাস বা ভাবাভাস বলা যাইবে।

রসাভাস যথা—

"—পশিব নগরে,
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজ বলে,
রঘুশ্রেষ্ঠে, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানবকুল সম্ভবা আমরা দানবী ;
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
অধরে ধরি লো মধু ; গরল লোচনে,
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে !
চল সবে হেরি রাঘবের বীর পনা।
দেখিব, যেরূপ দেখি শূর্পনখা পিসী,
মাতিলা মদন মদে পঞ্চবটী বনে,
দেখিব লক্ষণ শূরে, নাগপাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণ-রক্ষঃকুলাঙ্গারে,
দলিব বিপক্ষ দল মাতঙ্গিনী যথা,
নল বন। তোমরালো বিদ্যুত আকৃতি ;
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি মাঝে !"
নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী যূথ যথা মত্ত মধুকালে !
নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;
শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোর সীতানাথে—
বর্ব্বর; কে চাহে তোরে তুই ক্ষুদ্র জীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে

ইচ্ছায়! শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে!
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা বনবাসী।
কি ফল বধিলে তোরে অবোধ? যা চলি
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষসকুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী!
কোন যোধ সাধ্য, মূঢ় রোধিতে তাঁহারে!

এখানে প্রতিনায়কে রতি ও স্ত্রীলোকে বীররস বর্ণন হইয়াছে বলিয়া দুই প্রকার রসাভাস হইল। এইরূপ সমুদয় রসই অনুচিত পাত্রে হইলে রসাভাস হইবে।

ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশবলতা।

যেখানে পূর্ব্বোদিত ভাবের শান্তি হয় তথায় ভাবশান্তি, ও যেখানে এক ভাবের পর আর এক ভাবের উদয় হয় তথায় ভাবোদয় বলা যায়। যথা,

চোর ধরা গেল শুনি রাণী, অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি॥
রাণী বলে কাহার বাছনি, মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ, মদন মোহন কূপ,
ধন্য ধন্য ইহার জননী।
কি কহিব বিদ্যার কপাল, পেয়ে ছিল মনমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥

হায় হায় হায় রে গোঁসাই, পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥

এই প্রস্তাবে ক্রন্দন দ্বারা "রাণীর পূর্ব্বগত উগ্রতার শান্তি হইতেছে এবং "হায় হায় হায় রে গোঁসাই" এই সকল প্রয়োগ স্থলে বিষাদের উদয় হইতেছে।

যেখানে দুই ভাবের মিলন হইয়াছে তথায় ভাবসন্ধি, যথা—পঞ্চ পাণ্ডবের মৃতশীর্ষ প্রাপ্তি-বোধে প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ হয়, তৎপরে ঐ মস্তক সকল পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ শিশুর মস্তক-বোধে বিষাদ হইল, অতএব এই স্থলে হর্ষবিষাদের সন্ধি বলা যাইতে পারে। মহাভারতে সৌপ্তিক-পর্ব্বে হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু নামক প্রস্তাবে দেখ। অন্য স্থানে যথা—

"দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখরে দেখরে ভাই এ আর জঞ্জাল ॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥
হরিষ বিষাদ হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ ॥"

অনেক ভাবের একত্র মিলনকে ভাবশবলতা বলা যায়। উদাহরণ সহৃদয়গণেরা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে রসপরিচ্ছেদ ॥

অলঙ্কার।

কাব্যনির্ণয়—গুণপরিচ্ছেদ।

রসের উৎকর্ষসাধক ধর্ম্মবিশেষকে গুণ* কহে। শব্দ ও অর্থের সুকুমারতাপ্রভৃতি ইহার প্রকাশক।

যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতিকে দেহির উৎকর্ষাধায়ক বলিয়া শরীরির গুণ কহা যায়, সেই-রূপ যে ধর্ম্মগুলি কাব্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে কাব্যে তাহাদিগকে গুণ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

গুণ তিন প্রকার; মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

মাধুর্য্যগুণ, Elegance.

যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণমাত্রে চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্যগুণ কহে। এই গুণ আদ্য করুণ ও শান্ত রসাদিতে ক্রমে বাহুল্য রূপে লক্ষিত হয়।

টবর্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় বর্গের অন্ত্য বর্ণ-দ্বারা শিরোভাগে সমাক্রান্ত স্পর্শবর্ণ, এবং লঘুভাবা-পন্ন র, ল, ণ, ন, ক এবং ত প্রভৃতি অল্পপ্রাণ‡ বর্ণ ও

---

* গুণ—Style.

† ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ।

‡ প্রতি বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ আর য র ল এই অষ্টাদশ অক্ষর অল্পপ্রাণ।

অসমস্ত পদ বা অল্প সমাসযুক্ত পদাদি দ্বারা যে ললিত রচনা তাহাই মাধুর্য্য গুণের ব্যঞ্জক। যেখানে গুণের প্রকাশক বর্ণগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় তথায় পাঠমাত্রেই গুণের প্রতীতি জন্মে। যথা—

পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কন মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥

ইত্যাদি ২ পৃষ্ঠা দেখ।

অপর স্থানে যথা—

"প্রভাত হইল বিভাবরী, বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা,
সখী তোলে ধরাধরি করি॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কন হানে, অধীরা রুধির বানে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ।
আগে দিয়া নানা দুখ, মধ্যে দিন কত সুখ,
শেষে দুখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥
রমণীর রমণ পরাণ, তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে,
ধিক ধিক তাহার পরাণ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে, সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
দিয়া লয় সুখের নিধিরে॥
কাঁদয়ে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া, শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।

ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥
প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর।
রসিকের শিরোমণি, বিলাস-ধনের ধনি,
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর॥"

এই উদাহরণে বিরুদ্ধ গুণ-ব্যঞ্জক দুই একটি বর্ণ থাকিলেও মাধুর্য্য-গুণের হানি হয় নাই।

গুণ-সমুদয় বর্ণদ্বারা প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থানে বর্ণসকল বিরুদ্ধ-গুণব্যঞ্জক হইলেও রস-দ্বারা গুণের প্রকাশ হয়; এনিমিত্ত বঙ্গভাষায় বর্ণরচনার প্রতি সমধিক দৃষ্টি করা যাইতে পারে না। যথা।

"অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথ প্রভাবে দূর হইতেই "হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি, হায় কি হইল, রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি, আঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন! রে দুশ্চরিত্র চন্দ্র চণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি, রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল, হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না! হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে! হে তপ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে! হায়! এত দিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি, চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া

কিরূপে এই দেহভার বহন করিব। কি আশ্চর্য্য! আজন্ম-পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায় অদৃষ্ট-পূর্ব্বের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়! এক্ষণে সুহৃৎ-শূন্য, সহোদর শূন্য হইয়া কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব? এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশ দিক শূন্য দেখিতেছি। সকলি অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথায় উত্তর দাও। এক বার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ্য কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে॥"

এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া সামাজিকগণের মন যেরূপ আর্দ্র হইতেছে, সেইরূপ কোন কোন স্থলে মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক বর্ণের সদ্ভাব থাকিলেও মন তাদৃশ আর্দ্র হয় না। যথা—

"মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে পঙ্কজ গহনে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে॥
ইহা দেখি কুরঙ্গনয়না অঙ্গ ভঙ্গে।
গজেন্দ্র-গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে॥
কুন্তল কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে॥

কঙ্কণ ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া॥”

ওজোগুণ, Strength of style.

যে রচনা শ্রবণ করিলে চিত্ত এককালে বিস্তৃত (অর্থাৎ উদ্দীপ্ত) হয় তাহাকে ওজোগুণ কহে। এই গুণ বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ক্রমে অধিক থাকে এবং কোন কোন স্থলে উপদেশক বাক্যেতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ বর্ণের সহিত যুক্ত তৃতীয় বর্ণ, ও প্রথম বর্ণের সহিত মিলিত দ্বিতীয় বর্ণ, ও উপরি অধোভাগে র ও শকারাদি বর্ণদ্বারা সংস্পৃষ্ট অক্ষর সকল, মূর্দ্ধন্য ণ ভিন্ন টবর্গস্থ সমুদয় বর্ণ এবং শকারাদি বর্ণ* এই সকল অক্ষর দীর্ঘ সমাস যুক্ত হইয়া ঔদ্ধত্যশালী হইলে ওজোগুণ অনুভূত হয়।

ওজোগুণ বহুবিধ, তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় শ্লেষ, সমাধি, উদারতা এবং ক্রমোৎকর্ষ,† এই চারি প্রকার পৃথক্ বা মিশ্রিত রূপে প্রায়শঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য ভেদ বঙ্গভাষায় অতিবিরল, একারণ বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিগৃহীত হইল না।

পদ্য অপেক্ষা গদ্যে ওজোগুণ অধিক; ইহা উদাহরণদ্বারাই অনুভূত হইবে। যথা—

* গঘ, জ্ঝ, দ্ধ, ব্ভ—ক্খ, চ্ছ, ক্ক—ট্ঠ, থ্থ ইত্যাদি, ভ্র, র্জ; শ্চ, ষ্ট, স্ত ত্ম, ক্ষ ইত্যাদি।

† এই গুণ অতিশয় চমৎকারজনক বলিয়া নূতন নামে সঙ্কলিত হইল।

—"নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি
কহিলা বীর-কেশরী ; দশরথ-রথী,
রঘুজ অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে !
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্ম সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে।
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !"

শ্লেষ নামক ওজঃ,

যেখানে রচনাসামর্থ্যে পদসমূহ একপদের ন্যায় প্রতীত হয় তথায় শ্লেষ নামক ওজোগুণ কহে। যথা—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য-দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক-রক্ষা-

গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে: আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক-রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্ব দোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।"

সমাধি নামক ওজঃ।

যে স্থানে গাঢ়তা-মিশ্রিত শিথিলতা (অর্থাৎ কোন অংশে রচনার গাঢ়তা ও কোন অংশে রচনার শিথিলতা) দৃষ্ট হয় তথায় সমাধি কহে।

উদাহরণ যথা—

"জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল-যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যে প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিযা নিকৃষ্ট সুখাধিকারী ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়; সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানজনিত ও ধর্ম্মোৎপন্ন পরিশুদ্ধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া-

থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।” ইত্যাদি চারুপাঠে দেখ।

“এই স্থির করিয়া কহিলাম সখে! হাঁ আমি সকলি অবগত হইয়াছি। কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ উহা কি সাধু-সম্মত, কি ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট পথ! কি তপস্যার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায়! এই বিগর্হিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক, এরূপ সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। মূঢেরাই অনঙ্গপীড়ায় অধীর হয়, নির্ব্বোধেরাই হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না। তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে? সাধু-বিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি! ধর্ম্ম বুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয় মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া কালসর্প ধরে। দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন! সাগরের ন্যায় গম্ভীরস্বভাব হইয়াও উন্মার্গপ্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়-স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন! এক্ষণে আমার কথা রাখ, ক্ষুভিত-চিত্তকে সংযত কর, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার দূর করিয়া দাও।”

এই দুই প্রস্তাবে একরূপ শিথিলবন্ধ ওজোগুণ দেখা যাইতেছে। এইরূপ ওজোগুণ তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ,

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও কাদম্বরী প্রভৃতিতে অনেক আছে।

উদারতা নামক ওজঃ*।

যে স্থলে রচনা গাঢ় অথচ নৃত্যৎপ্রায় (অর্থাৎ বর্ণগুলি এরূপে সন্নিবেশিত হয় বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে) তথায় উদারতা কহে। যথা—

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে।
লক্ লক্ রসনে, কড় মড় দশনে,
রণভুবি খণ্ডিত সুররিপুমুণ্ডে॥
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
নখর বিদারিত রিপু করিশুণ্ডে।

* কোন স্থলে রৌদ্রাদি রসকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য বর্ণনীয় বিষয়কে শব্দাড়ম্বর দ্বারাই অধিক ওজস্বি করা হয়, কিন্তু অর্থে তাদৃশ উদারতা দেখা যায় না, তথাপি ঐ সময়ে বর্ণনীয় বিষয়ের অবস্থানুসারে উহা চমৎকার-জনক হয়। যথা—

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্টহাস হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
সৈন্য সূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মিতায সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
ইত্যাদি অন্নদামঙ্গল দেখ।

এখানে বর্ণনীয় বিষয় দক্ষযজ্ঞ নাশ এবং শিবের ক্রোধ, এই দুই বিষয় যেমন মহৎ, তাহার বর্ণনাও তাদৃশ মহৎ (অর্থাৎ ঔদ্ধত্যশালী) না হইয়া সরলরূপে বর্ণিত হইলে কখনই ঐ স্থলে ভাল হইত না।

কোন্ স্থলে কিরূপ বর্ণন করিলে দোষ বা গুণ হয় তাহা দোষ-পরিচ্ছেদে দেখান যাইবে।

লট পট কেশে, সুবিকট বেশে,
হত দনুজাহুতি মুখশিখি কুণ্ডে।
কলিমলমথনং, হরিগুণ কথনং,
বিরচয় ভারত কবিবর তুণ্ডে॥

ক্রমোৎকর্ষ।

যেখানে বিশেষণ, প্রশ্ন, বা সম্বোধন-বাক্য-পরম্পরা দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের রচনার ক্রমে উৎকর্ষ (গাঢ়তা) দৃষ্ট হয় এবং যাহা শ্রবণমাত্রে সঙ্গে সঙ্গে মন ক্রমে বিস্ফারিত হইতে থাকে সেই স্থলে ক্রমোৎকর্ষ নামে ওজোগুণ বলা যাইতে পারে। বিশেষণদ্বারা যথা—

"ব্রাহ্মণ আসনপরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয় পয়োধি জলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া বদ্ধমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন। যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ-দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনী-মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন। যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন। যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখর-কুলিশ প্রহার-দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন। যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব-পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন। যিনি যমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষ প্রদীপ্ত হইয়া

তীক্ষ্ণধার কুঠার-দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছেন। এবং একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতি-শোণিত-জলে পিতৃ-তর্পণ করিয়াছেন। যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনানুসারে দশরথ গৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন। যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষ প্রকার লীলা করিয়াছেন। যিনি বেদমার্গ বিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব, দয়ালুত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক বেদ-বিদ্বেষী ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনকার রক্ষা করুন।"

এই উদাহরণের চরম ফল এইমাত্র যে, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন, কিন্তু ইহাই বিশেষরূপে বর্ণন জন্য বিশেষণ পদ-সকল ক্রমে প্রগাঢতর করা হইয়াছে।

প্রসাদগুণ, Perspicuity.

যে স্থলে পাঠমাত্রেই অর্থ বোধ হয়, অথচ চিত্ত তাহা হইতে বিনিবৃত্ত না হইয়া, শুষ্ক কাষ্ঠে

অগ্নির ন্যায় শীঘ্র প্রবেশ করে তথায় প্রসাদগুণ থাকে। যথা—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
মধুলোভে মধুকর আসিয়া জুটিল॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

এই স্থলে দেখ কোন রসই নাই, তথাপি কবিতাগুলি শ্রবণ করিয়া মন আনন্দিত হইতেছে। দেখ এখানে অর্থগুলি স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে বলিয়াই প্রসাদগুণ হইল। ইহাদ্বারা ও পূর্ব্বোদাহৃত দক্ষযজ্ঞনাশাদি উদাহরণদ্বারা গুণ অর্থগত ও শব্দগত হয় ইহাও প্রাপ্ত হওয়া গেল, এবং কাব্যলক্ষণে যে অলৌকিক আনন্দজনক বাক্যকে কাব্য বলা হইয়াছে তাহারও স্বার্থকতা দেখা যাইতেছে।

প্রসাদগুণ বেতাল পঁচিশ, সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থে বহুল দৃষ্ট হয়।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে গুণপরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

কাব্যনির্ণয়—অলঙ্কার পরিচ্ছেদ।

শব্দালঙ্কার।

যেরূপ শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া কেয়ূরকুণ্ডলাদি লৌকিক ভূষণ সকলকে অলঙ্কার (শোভাজনক) শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়; সেইরূপ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ যে শব্দ ও অর্থ, তাহাদিগের শোভাসম্পাদক যে ধর্ম্ম বিশেষ তাহাকে কাব্যের অলঙ্কার (Ornament or Figure of Speech.) কহিয়া থাকে।*

অলঙ্কার দুই প্রকার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শব্দের বৈচিত্রজনককে শব্দালঙ্কার, ও অর্থের বিচিত্রতা-সম্পাদককে অর্থালঙ্কার বলে। শ্লেষ, অনুপ্রাস, ও যমকাদি শব্দালঙ্কার। উপমা, রূপক, ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কার।

শ্লেষালঙ্কার,† Paronomasia.

যেস্থলে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয় তথায় শ্লেষ নামক অলঙ্কার বলা যায়।

---

* দেখ মানব দেহে যেমন সর্ব্বদা ভূষণ বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ শব্দার্থেও সময়ে সময়ে অলঙ্কারের অসদ্ভাব হয়। এই নিমিত্ত অলঙ্কারকে শব্দার্থের অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।

† এখানে যেমন শ্লেষালঙ্কার বলা গেল সেইরূপ অনুপ্রাসালঙ্কার বা উপমালঙ্কার ইত্যাদি রূপে বলা যাইবে না, কেবল

যথা,—

"শরীর লোহিত বর্ণ, স্থলিত গমন।
বস্ত্রহীন হৈল রবি করি বিতরণ॥
অম্বর ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী বহু সেবনের ফলে॥ ১—ক
দ্বিজরাজ সমাগত কর প্রসারিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া রবি গেল পলাইয়া॥
একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়।
কৃপণ যাচকে দেখি সঙ্কুচিত হয়॥ ২"—ক
"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী॥ ৩—ক
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥ ৪—ক
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥ ৫—ক
অতিবড়বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥ ৬—ক
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ ৭—ক
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপ সে স্বামির শিরোমণি ৮—ক
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষণ বাপ দিল হেন বরে॥ ৯"—ক

অনুপ্রাস, উপমা এইরূপ নামোল্লেখ করা হইবে তাহা দ্বারাই পরস্থিত অলঙ্কার শব্দ বুঝিয়া লইতে হইবে।

১ম কবিতায় একপক্ষে সূর্য্য, অপরপক্ষে—মদ্যপায়ী। সূ—প, বসু=কিরণ; অম্বর=আকাশ; বারুণী=পশ্চিম দিক্। ম—প, বসু=ধন; অম্বর=বস্ত্র; বারুণী=মদ্য। ২য়—ক, একপক্ষে—চন্দ্র, অপরপক্ষে—ব্রাহ্মণ। চ—প দ্বিজরাজ=স্বকীয় নামান্তর; কর=কিরণ। ব্রা—প, দ্বিজরাজ=স্বীয়-নামান্তর, কর=হস্ত।

৩,৪,৫,৬, ক ইত্যাদির শ্লিষ্ট শব্দগুলি দ্বিতীয় পক্ষে পুনরুল্লেখ না করিয়া ১।২ প্রভৃতি অঙ্কবিশিষ্ট করা গেল। কুলীনব্রাহ্মণপক্ষে—। ৪—ক, ১ গোত্রপ্রধান =গোষ্ঠিপ্রধান, ২ মুখবংশ=মুখটি বংশ, ৩ বন্দ্যবংশ =বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল, ৪ পিতামহ=পিতৃপিতা, ৫ বাম =প্রতিকূল, ৬ অতিবড়বৃদ্ধ=দশনীদশাগ্রস্ত প্রায়, ৭ গুণ=ক্ষমতা, ৮ সিদ্ধিতে নিপুণ=স্বনামখ্যাত বৃক্ষ-পত্রের রসপান বিষয়ে তৎপর, ৯ 'কপালে আগুন' ইহা স্ত্রীজন সুলভ নিন্দাবিশেষ, ১০ কু=মন্দ, ১১ পঞ্চমুখ= পঞ্চমুখপ্রায়, ১২ কণ্ঠভরাবিষ,=যেব্যক্তি সদা গালি দেয় তাহাকে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, ১৩ দ্বন্দ্ব=বিরোধ, ১৪ গঙ্গা=গঙ্গানাম্নী-স্ত্রী, ১৫ তরঙ্গ=কলহবিশেষ, ১৬ জীবনস্বরূপা=প্রাণ-ভুল্যা, ১৭ শিরোমণি=পূজ্যা, ১৮ ভূত=অসভ্যপ্রাণী কিংবা কুরূপমনুষ্য, ১৯ পাষাণ=কঠিন।

শিবপক্ষে, উপরিউক্ত অঙ্কবিশিষ্ট শব্দ ক্রম মিলা-ইয়া ক্রমান্বয়ে অর্থ দেখ; ১=আদিপুরুষ, ২=প্রজা-পতি, ৩=পূজ্যকুল, ৪=ব্রহ্মা, ৫=মহাদেব, ৬= সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ৭ কোন গুণনাই=সত্ব রজঃ তমোগুণরহিত; ৮=মঙ্গল বা বৃক্ষপত্র বিশেষ, ৯=ললাটে বহ্নি,

১০, ১১ পৃথিবী সম্বন্ধীয় কথা বিষয়ে শিব পঞ্চমুখে বক্তৃতা করিয়াছেন, ১২=শিব, অমৃত উদ্ধার কালে বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি তাঁহাকে বিষকণ্ঠ অর্থাৎ শিতি-কণ্ঠ বলে। ১৩=মিথুন, ১৪=ত্রিপথগা, ১৫=জল-কল্লোল, ১৬=জলময়ী, ১৭=মস্তকভূষণ ১৮=নন্দী-ভৃঙ্গ্যাদি, ১৯=প্রস্তর, (পর্ব্বত)।

উপরিউক্ত উদাহরণে পদ ভঙ্গ করিলে অর্থ প্রায়ই থাকে না, অতএব ঐ প্রকার স্থলে অভঙ্গ শ্লেষ বলা যায়। কিন্তু যেখানে পদভঙ্গ করিলেও কবিতার এক প্রকার অর্থ রাখিতে পারা যায়, সেখানে সভঙ্গ শ্লেষ বলা যাইতে পারে যথা—

"অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাঠ রাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব জানি॥"

যুবজানির বাস্তবিক অর্থ যুবতী জায়া যাহাদের। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে আমি যুব বলিয়া জানি, এই অর্থ করিলে জানি পদটী জ্ঞানার্থক ক্রিয়া হইল, আর যুব পদটীও পৃথক্কৃত হইল।

অনুপ্রাস, Alliteration.

হলবর্ণের* সাদৃশ্যকে (অর্থাৎ একরূপ হল-বর্ণের বারংবার উল্লেখকে) অনুপ্রাস কহে।

অনুপ্রাস বঙ্গভাষায় ছেক, বৃত্তি, ও অন্ত্য এইকটী অধিক প্রচলিত এবং কোন কোন স্থলে শ্রুতি, ও লাটা-নুপ্রাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গভাষায় অধিক

---

* অনুপ্রাসে স্বরবর্ণের সাদৃশ্যের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

চমৎকারিত্ব নাই বলিয়া, এই দুই ভেদের উল্লেখ করা গেল না।

ছেক,

পূর্ব্বে যে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ যেরূপ পরিপাটি ক্রমে * স্থাপিত হইয়াছে, পরে যদি সেই পরিপাটিক্রমে সেই ব্যঞ্জনবর্ণকে পুনর্ব্বার সংযোজিত করা হয়; তাহা হইলে তাহাকে ছেকানুপ্রাস বলে যথা—

"জয়নন্দ-নন্দন ব্রহ্ম-বন্দন কংশদানব-ঘাতন।
জয় গোপ-পালন গোপীমোহন কুঞ্জকানন-রঞ্জন॥
জয় কালিয় দমন কেশিমর্দ্দন জগন্নাথ-জনার্দ্দন।
জয় মধুসূদন বৈরিগঞ্জন বিপত্তি-ভয় ভঞ্জন॥
জয় তাপনাশন পাপমোচন, পাতকীপূত-পাবন।
জয় ভবতারণ ভববারণ, ভারত-ভূতভাবন॥"

এইখানে নন্দ, নন্দন এই পদের "ন" ত্যাগ করিয়া ধরিলে ছেকানুপ্রাস হইল, আর (মর্দ্দন—র্দ্দন, জনার্দ্দন—র্দ্দন) (গঞ্জন—ঞ্জন, ভঞ্জন—ঞ্জন) (তারণ—রণ, বারণ—রণ) ইত্যাদি শব্দগুলি পূর্ব্বেও যেরূপ পরেও সেই রূপ দেখা যাইতেছে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস,

একবিধ ব্যঞ্জন বর্ণের যে বারংবার উল্লেখ তাহাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস কহে।

* যথা—সর—সর। কিন্তু রস—সর এই স্থলে ক্রম নাই।

যথা,—

"চূত মুকুল কুল সঞ্চল দলি কুল,
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে।
রতিপতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ ঋতুরাজ সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে॥"

এখানে ক, ল, ত, ন, ব, স, ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণের বারংবার উপস্থিতি হইতেছে।

অন্ত্য—বঙ্গভাষায় মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট যত শ্লোক দৃষ্ট হয়, প্রায় সমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত, এই নিমিত্ত ইহার বিশেষ উদাহরণ দেওয়া গেল না, অধিক কি উপরি উদাহৃত শ্লোকেও দেখা যাইতেছে যথা—(অলিকুল—কুল, সঙ্কুল—কুল, নর্ত্তন—র্ত্তন, বিকর্ত্তন—র্ত্তন) ইত্যাদি।

যমক, Analogue·

যেখানে এক অবয়ব-বিশিষ্ট দুইটী শব্দ থাকে, কিন্তু ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ একরূপ না হয় তথায় যমক বলে। (অর্থ একরূপ হইলে ছেকানুপ্রাস হইবে) অবয়ব শব্দে স্বরও ক্রম বুঝিতে হইবে।

যমক নানা প্রকার তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্য অধিক দেখা যায়। আদ্য যথা—

"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে"
"অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণ মতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী আমিহে।"

মধ্যযমক,

"পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা—
তরিবারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা—"

অন্ত্যযমক,

"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব।
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব॥
"শুনি স্মরে কবি রায় ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥"
"শয়নে স্বপনে ভাবিয়া তারা।
নিমিষ নিহত নয়ন তারা॥
ইশান বিষান কবিয়া করে।
শ্মশানে মশানে নিবাস করে॥"
"দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ।
এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ॥"
"স্তবে প্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে,
নতুবা মরিব আমি প্রাণে।"

* এইরূপ যমক ৭ পৃ ১৩ পং দেখ। অন্ত্যযমক বিদ্যা-সুন্দরে মালিনীর ব্যাসাতির হিসাবে অনেক আছে।

বক্রোক্তি, Equivoque.

বক্তা যে অর্থাভিপ্রায়ে যে শব্দ প্রয়োগ করে শ্রোতা সেই শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া

কাকু (স্বরভঙ্গ) বা শ্লেষ বাক্য দ্বারা যদি অন্য প্রকার অর্থ করে তাহাকে বক্রোক্তি কহে।

কাকু (Tone of Voice) দ্বারা বক্রোক্তি যথা।—

"সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না!১। চন্দন কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না!২। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল দর্শে না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিক মণির ন্যায় মৃতপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে! ৩। সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্র সম্ভূত রত্ন।"

"এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর সীতা কহিলেন লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা রাজার বধূ ও রাজার মহিষী হইয়া কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে বল!৪।

"হা আর্য্য! তুমি যে এমন কঠিন হৃদয় তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্য্যার উদ্ধার সাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল ৫! তুমি ভব-

কাকুদ্বারা অন্য অর্থ হইযাছে দেখ যথা——————

১—জন্মে। ২—থাকে। ৩—পারেনা। ৪—হয় নাই। ৫ ছিলনা।

শেষে এই করিবে বলিয়াই কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম ১ ? যাহা হউক, তোমার মত নির্দ্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে কেহ নাই।"

"যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়,
গৃহিণী হত্যো এদাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেতা আসি ? ২
পরি পূর্ণ খনি, কতশত মণি,
কে তার সন্ধান লয় ? ৩
ধনিকণ্ঠ হারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালস হয় ॥"

১—তুমি যদি সীতাকে বনবাস দিবে অগ্রে জানিতাম তাহা হইলে লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা কখনই সহ্য করিতাম না। ২—কখনই এখানে আসিয়া রণ করিত না। ৩—কেহ তাহার সন্ধান লয় না। এই সমুদায় বিপরীত অর্থ বোধ হইতেছে।

শ্লেষবাক্য দ্বারা* যথা—

"দ্বিজরাজ (১) হয়ে কেন বারুণী (২) সেবন ? ।
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন ॥

(১) চন্দ্র—ব্রাহ্মণ। (২) মদ্য—পশ্চিমদিক্।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এইবার হল বড় দায় ॥
বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতিগুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা ॥

এই প্রস্তাবের পূর্ব্বের শ্লোকাদিতে সুন্দরকে জাতি অর্থাৎ তুমি কোন্ বংশ সম্ভূত ইত্যাদি রূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সুন্দর শব্দ শাস্ত্রের লক্ষণা প্রভৃতির উল্লেখ পূর্ব্বক জাতি (পরিচয়) অর্থাৎ বংশমর্য্যাদারূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া শব্দ শাস্ত্রের জাতি পদার্থে শ্লেষ করিল।

বলি(৩) এত সুরাসক্ত(৪) কেন মহাশয় ?।
সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয় ॥
মধুরি(৫) সঙ্গমে কেন এমন আদর ?।
বসন্তকে হেয় করে সে কোন পামর ॥"

(৩) রাজাবিশেষ—বলি। (৪) সুরা—দেবত।
(৫) মদ্য—বসন্তকাল।

ভাষাসম, Bilingualism.

ভাষা বিভিন্ন হইলেও যদি শব্দের সমানত্ব থাকে, তাহাকে ভাষাসম কহে।

যথা—

"জয় দেবি, জগন্ময়ি, দীন* দয়াময়ি,
শৈল সুতে, করুণা নিকরে।
জয় চণ্ড বিনাশিনি, মুণ্ড নিপাতিনি,
দুর্গ বিঘাতিনি, মুখ্যতরে ॥"

সম্বোধনান্ত শব্দে বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে এইরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুনরুক্তবদাভাস, Semblance of Tautology.

যদি ভিন্নাকার* শব্দ সকলের অর্থ আপাততঃ পৌনরুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পর্য্যবসানে ঐ শব্দ সকলের অর্থ অন্যপ্রকার হয়, তথায় পুনরুক্তবদাভাস বলে যথা—

* ভিন্নকার শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনের বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে, যেমন শিব হর ইত্যাদি।

"ভব হর মম দুঃখ হর সর্ব্ব রোগ তাপ,
জয় শিব শঙ্কর হিমকর-শেখর,
সংহর সর্ব্ব শোক পাপ।"

এই স্থানে প্রথমতঃ কএকটি পদে শিব নামের পুনরুক্তি বোধ হইতেছে কিন্তু অর্থকালে পুনরুক্তি বোধ হইতেছে না। যথা—

হিম কর শেখর—চন্দ্রচূড়; হে শিব জয়, শঙ্কর—মঙ্গলকর, সর্ব্ব—সকল, ভব—জন্ম, হর—নাশ কর। এইরূপ অর্থ হইলে শিব, ভব, শঙ্কর, হিমকরশেখর, সর্ব্ব, হর এই গুলি শিব নাম মালা বলিয়া আর ভ্রম হইবে না।

কেহ কেহ প্রহেলিকাকে অলঙ্কার মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন কিন্তু উহা রসের অপকর্ষক, তাদৃশমনোহারিণীও নহে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অলঙ্কার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না।—

প্রহেলিকা (হিঁয়ালী) Riddle.

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥১
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিত বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥২
শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভালমন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥

১ ডিম্ব—২ পক্ষী।

বিচার করিয়া সেহ রহে মৌনশায়ী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী ॥৩
তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে ॥
উগরয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ ॥ ৪
একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবি কঙ্কণ গায় হিঁয়ালি রচিত।
বার মাস ত্রিশদিন বন্ধেন পণ্ডিত ॥৫

৩ লেখনী—৪ অগ্নি—৫ কবিতা।

শব্দালঙ্কারের যে সমুদয় ভেদ প্রদর্শিত হইল ইহাদিগেরই আবার অনেক প্রভেদ দেখাযায় এবং এতৎ ভিন্ন চিত্রালঙ্কার নামে একটি অলঙ্কার আছে তাহার যে কতপ্রকার ভেদ হইতে পারে তাহা বলাযায় না। ইহাদিগের অবান্তর ভেদ সকল বঙ্গভাষায় সর্ব্বত্র চমৎকার জনক হয় না বলিয়া শব্দালঙ্কার শেষ করা গেল।

অর্থালঙ্কার।

উপমা, Simile (or Formal Comparison).

এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট (একরূপ গুণসম্পন্ন) ভিন্নজাতীয় বস্তু দ্বয়ের (উপমান উপমেয়ের) সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে।

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান, আর যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয় কহে। যথা, "ইহার মুখ চন্দ্রসদৃশ মনোজ্ঞ;" এখানে চন্দ্রের সহিত মুখের সাদৃশ্য দেওয়া যাইতেছে অতএব মুখের উপমান চন্দ্র, এবং মুখকে চন্দ্রের সদৃশ বলা যাইতেছে অতএব মুখ উপমেয়, আবার যদি এই বলা যাইত যে "মুখের সদৃশ চন্দ্র মনোজ্ঞ," তাহা হইলে মুখ উপমান এবং চন্দ্র উপমেয় হইত, যে হেতু মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা করা যাইতেছে এবং চন্দ্রকে মুখের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। একধর্ম্মকে (অর্থাৎ উপমান উপমেয় উভয়নিষ্ঠ সমান ধর্ম্মকে) উপমান উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম কহে। যেমন চন্দ্রে ও মুখে আহ্লাদকত্ব ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ থাকাতে চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা সুসম্পন্ন হয়, এই কারণেই আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম্মকে চন্দ্র ও মুখের (উপমান উপমেয়ের) সাধারণধর্ম্ম বলা যায়। এই সাধারণধর্ম্ম একরূপ নহে, কোথাও বা গুণ, কোথাও বা ক্রিয়া, কোথাও বা কেবল শব্দের ঐক্য প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম হয়। যথা—"মানবদেহ জলবিম্বপ্রায় ক্ষণবিধ্বংসী।" এই স্থলে ক্ষণবিধ্বংস এই ধর্ম্মটী মানব-দেহের ও জলবিম্বের সাধারণ গুণ। "এই অশ্ব বায়ুর তুল্য গমন করে।" এই স্থলে তুল্যগমন করা অশ্বের ও বায়ুর সাধারণ ক্রিয়াগত ধর্ম্ম হইল। "এই রাজা পণ্ডিতগণের মানসে হংসের সমান।" এস্থলে হংসপক্ষে মানস শব্দে মানস নামক সরোবর, ভূপতি পক্ষে মানস শব্দে অন্তঃকরণরূপ অর্থ হইলেও উভয়

অর্থেতেই মানস শব্দের ঐক্য থাকায় হংসের সহিত রাজার সাদৃশ্য হইল। এইরূপ উপমান উপমেয়ের যে কোন রূপ ধর্ম্মের ঐক্য থাকিলেই উপমা দেওয়া যায়। কিন্তু এক জাতীয় বস্তুর সহিত উপমা হইবে না। যথা, "ইন্দীবর ইন্দীবরের ন্যায় কোমল," "মনুষ্য মনুষ্যের মত বুদ্ধিসম্পন্ন," "বাষ্পীয় রথ বাষ্পীয় রথের তুল্য শীঘ্রগামী," একপ স্থানে অনন্বয়োপমা বলা যায়। ইহার একটী উদাহরণ বিরোধালঙ্কারে দেখান যাইবে।

যথা, প্রায়, তুল্য, সম, সদৃশ, ন্যায় ও "যেরূপ" শব্দের পর "সেইরূপ" "যেমন" শব্দের পর "তেমন" ইত্যাদি শব্দ উপমার বাচক (বোধক)। যেখানে উপ-মেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমার বাচক যথাদি স্পষ্ট উল্লিখিত থাকে তথায় পূর্ণোপমা হয়। সাধারণ ধর্ম্মাদির একটীরও লোপ হইলে লুপ্তোপমা বলা যায়।

পূর্ণোপমা যথা—

"সর্ব্বসুলক্ষণবতী ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে;
পতিব্রতা পবিত্রতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃৎপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর পরশনে॥"

লজ্জাবতী নাম্নী একরূপ লতা আছে তাহাকে স্পর্শ করিলে সে যেমন ম্রিয়মাণা হয়, এই পদ্মিনীও সেইরূপ লজ্জায় মৃতপ্রায়

হয়, লজ্জাবতীলতা লজ্জাতেই ম্রিয়মাণা হয়, এইরূপ প্রবাদ থাকাতেই লজ্জারূপ গুণটী পদ্মিনীর ও লজ্জাবতীলতার সাধারণ ধর্ম্ম এবং যথা শব্দও উল্লিখিত হইয়াছে, এই কারণে এই স্থলে পূর্ণোপমা বলা যাইতে পারে।

'তুল্য'—"ফুল্ল ফুল তুল্য জীব আজিকা প্রফুল্ল।
জীর্ণ বিশীর্ণ স্খলিত গলিত কলা॥"

'প্রায়'—"রচিয়া মধুর পদ অমৃতের প্রায়।"

প্রায় শব্দদ্বারা উপমা অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-বর্ণন প্রস্তাবে অনেক আছে।

'যেমন'—অরুণ উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণ পণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন"।

'যথা'—"দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদন মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে।
হেন কালে মধু সখা উত্তরিল তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ,
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে,
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রু বিন্দু: যথা
শিশির নীরের বিন্দু, শতদল দলে,
উদয় অচলে ভানু দিলে দরশন।"

"যেমন পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ, পরমেশ্বর

পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন।" এখানে যেমন শব্দদ্বারা উপমা হইয়াছে।

মালোপমা।

যেখানে এক উপমেয়ের দুই বা বহু উপমান দেখা যায় তথায় মালোপমা বলে। যথা—

যথা চাতকিনী কুতকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে;
শেষে দিবসে বিকাশে আকাশে ভাস্কর দেখে।
তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
দৃষ্ট করি সে অপূর্ব্বপুরী তুষ্ট অতিশয়॥"

নরপতিরূপ উপমেয়ের, চাতকিনী, কুমুদিনী, কমলিনী রূপ তিনটী উপমান থাকাতে মালোপমা হইল।

"ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন; শুকনাশও সেইরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে রাজাকে যথার্থ সদুপদেশ দিতেন।" (১)

"মৃগয়া কোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতে ছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত

(১) সদুপদেশ দানরূপ ক্রিয়ার সাম্য আছে বলিয়া ক্রিয়াগত।

করিলাম। দেখি কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতগুলি কুরূপ কদাকার শবর সৈন্য আসিতেছে। তাহাকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়(১)।" এখানে ন্যায় শব্দদ্বারা উপমা।

লুপ্তোপমা যথা—

"ঐ যে মৃগাক্ষী গমন করিতেছে দেখিতেছ, ও অতি সুশীলা।"

এখানে 'মৃগাক্ষী' এই পদটী মৃগের অক্ষির ন্যায় চঞ্চল অক্ষি যাহার, এইরূপ বাক্যে সিদ্ধ হইয়া সমাসে উপমান—অক্ষি, বাচক—ন্যায়, ও সাধারণধর্ম্ম—চঞ্চল, এই তিনেরই লোপ হইয়াছে। অতএব ইহা লুপ্তোপমা।

রূপক, Metaphor.

উপমেয়ে (মুখাদিতে) উপমান (চন্দ্রাদি) রূপে আরোপ (অভেদরূপে নির্দ্দেশ) করাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

উপমা অলঙ্কারে ও রূপকে কি ভেদ আছে তাহা দেখান যাইতেছে "সূর্য্যোদয় হইলে তমঃ যেমন এককালে নাশ হয় তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে মানসিক তমঃ এক কালে বিনষ্ট হয়।" এখানে সূর্য্য উপমান ও

(১) মূর্ত্তিরূপ গুণের সাম্য আছে বলিয়া গুণগত উপমা বলাযায়, এবং এই দুই উদাহরণেই এক উপমেয়ের বহু উপমান দেখা যাইতেছে বলিয়া এই দুইটীও মালোপমার উদাহরণ স্থল।

জ্ঞান উপমেয়, এবং তমোনাশ রূপ সাধারণ ধর্ম্ম উপমান উপমেয়ে তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, আর উপমার বাচক যেমন ও তেমনি শব্দও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অতএব ইহা উপমা। "জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় হইলে অজ্ঞান রূপ তমঃ কখনই থাকে না।" এখানে রূপক হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বোদাহরণে জ্ঞানকে সূর্য্যের সদৃশ বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞানকেই সূর্য্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ উপমেয় জ্ঞানে উপমান সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে।

রূপকের বাচক (বোধক) "রূপ" ও কোন কোন স্থলে "ময়" শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপ-শব্দের কখন২ লোপ হইয়া যায় তখন কেবল ভাবার্থ দ্বারাই "রূপ" শব্দের প্রতীতি হয়। রূপক পরম্পরিত, সাঙ্গ, ও নিরঙ্গ ভেদে তিন প্রকার।

যেখানে এক বস্তুর আরোপ সিদ্ধি জন্য অন্য বস্তুর আরোপ করা যায় তথায়, পরম্পরিত রূপক বলে।

"প্রতাপ তপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

এখানে রাজলক্ষ্মীর বাসজন্য কীর্ত্তিতে পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে (যেহেতু লক্ষ্মীর বাসস্থান কমল) আর নিমীলিত পদ্মে বাসকরা সুকঠিন বলিয়া পদ্মের প্রফুল্লত্ব সম্পাদন জন্য প্রতাপে সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে। আরও দেখ—

গদ্যে পরম্পরিত, যথা—

"যখন হৃদয়াকাশ, বিষম বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা

ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।"

দেখ এখানে হৃদয়ে আকাশের আরোপ সিদ্ধিজন্য কেবল বিপত্তিকে মেঘ ও আশাকে বায়ুরূপে আরোপ করা হইয়াছে। আরও দেখ—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল (১) নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল (২)।"

(১) ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথদ্বারাই যে সূর্য্যরূপ সিংহের আরোপ সিদ্ধ হইতেছে এরূপ নহে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ, অতএব ঐ স্থলে নিরঙ্গ বলা যায়।

(২) অলিতে অশ্রুরূপের আরোপ করা হইয়াছে, সেই অশ্রুত্ব সিদ্ধি জন্য কমলে নেত্রের আরোপ করা হইয়াছে, এই কারণে ইহাকে পরম্পরিত বলা যায়।

" ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুরহাসি বাঁশিটী বাজাও হে॥
নবজলধরতনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখসুধাকর হাসি-সুধায় বাঁচাও হে॥"

এখানে নবজলধররূপ তনু, শিখিপুচ্ছরূপ শক্রধনু ও নয়নরূপ চকোর ইত্যাদি রূপে রূপশব্দ প্রযুক্ত না হইলেও রূপশব্দের প্রতীতি হইতেছে, অতএব রূপকালঙ্কার হইল।

"ফলত সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ তম,
সদাচ্ছন্ন মানব নয়নে।
সুখসূর্য্য সুবিমল, বিষাদ বারিদ দল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে॥ ১—ক
যশোরূপা ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতিপলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে॥ ২—ক
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা।
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা॥ ৩—ক
ভারতের তমোজোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর,
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর!
ইংরেজের কৃপাবলে, মানস উদয়াচলে,
জ্ঞান ভানু প্রভাব প্রচার॥ ৪—ক
শান্তির সরসী মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়, বিদ্রোহ বারিদ চয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥" ৫—ক

১—ক তে মোহকে যেমন তমোরূপে আরোপ করা হইয়াছে সুখকেও তেমনি সূর্য্য রূপে আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, সুখকে মোহরূপ তমো নাশক সূর্য্য রূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই বলিয়া এইটী পরম্পরিত না হইয়া নিরঙ্গ (অর্থাৎ সাধারণ) রূপক হইল।

২য়—ক "যশোরূপ ইন্দ্রধনু" স্থলে রূপকের বাচক "রূপ" শব্দ লিখিত আছে। অতএব এই অংশে নিরঙ্গ রূপক এবং আশা প্রভৃতিকে বাসারূপে আরোপ করিয়া, তাহাকে ভস্মীভূত করিবার কারণ স্বরূপ কালকে অনল রূপে নির্দ্দেশ করা হইযাছে বলিয়া পর অংশে পরম্পরিত রূপকও দেখা যাইতেছে।

৩—ক সাধারণ রূপক মাত্র।

৪—ক পূর্ব্বার্দ্ধে বক্রোক্তি অলঙ্কারও আছে।

৫—ক সুখকে পদ্মরূপে আরোপ করায় তাহার আধারত্ব সিদ্ধিজন্য শান্তিকে সরসী শব্দে আরোপ করা হইয়াছে। এবং বিদ্রোহ দ্বারা সুখ নষ্ট হয়, ও মেঘ হইতে বিষতুল্য বারি পতিত হইলে পদ্ম নষ্ট হইয়া যায় এই কারণে বিদ্রোহকে বারিদ রূপে আরোপ করা হইয়াছে। অতএব এটীও পরম্পরিত রূপক।

সাঙ্গরূপক যথা—

যেখানে অঙ্গিতে কোন বস্তুর আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া তাহার অঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা যায় তথায় সাঙ্গ রূপক। যথা—

বসন্ত, সমুদ্র-সম, তার, মুদ্র বুঝ অনুমানে,
ফুলতরি, অলিগণ নাবিক, তাহে বাখানে;
কর্ণধার রতিপতি, তরঙ্গ পবনে।
হিমাংশু পতাকা তায়, কোকিলেতে সারি গায়,
অতি সুমধুর স্বর শুনিতে শ্রবণে;
সংযোগী সেতরি পর অনায়াসে হয় পার,
অপার পাঁথার বোধ বিরহি জনে॥"

এই স্থলে বসন্তে সমুদ্রের আরোপ হইয়াছে; এজন্য বসন্তের অঙ্গভূত পুষ্পাদিতে সমুদ্রের অঙ্গভূত নৌকাদি আরোপ করা গিয়াছে; ইহাই প্রকৃত সাঙ্গরূপকের স্থল; কেননা যদি বসন্তের অঙ্গভূত পুষ্পাদিকে সমুদ্রের অঙ্গভূত নৌকাদি না বলিয়া সমুদ্রের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই এমন কোন বস্তুর আরোপ করা যাইত তাহা হইলে কখনই ইহা সাঙ্গরূপক হইত না।

ইহা পরম্পরিতের স্থল নহে যেহেতু, তাহাতে এক বস্তুর (অঙ্গির) আরোপ সিদ্ধির জন্য অন্য বস্তুকে অঙ্গত্ব রূপে আরোপ করিতে হয় না।

দেখ পূর্ব্বোদাহৃত পরম্পরিতের উদাহরণে রাজলক্ষ্মীর বাসের জন্য কীর্ত্তিতে পদ্মত্বের আরোপ হইয়াছে, পদ্মের আবার প্রস্ফুটনের নিমিত্ত প্রতাপে সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু কীর্ত্তির অঙ্গ প্রতাপ নয়, আর পদ্মের অঙ্গও সূর্য্য নয়। কিন্তু রূপক সিদ্ধিরও কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক।

রূপক স্থলে যাহাতে আরোপ করা যায় তাহার গুণাদি যদি আরোপ্যমাণের গুণ বা দোষ অপেক্ষা অধিক করিয়া বলা যায়, তবে তাহাকে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা—

"এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্করহিত শশধর, এই অধর সুধাপূর্ণ পরিপক্ক বিম্ব ফল, এই নেত্রদ্বয় অহোরাত্র বিরাজিত কুবলয়।"

"তিলফুল্ল জিনি নাসা, বসন্ত কোকিল ভাষা,
ভ্রু-যুগল চাপ-সহোদর।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর॥"
"বদন শারদ ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে পড়ে তারা।
রাহু তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস,
পূর্ণের সময় হৈল পারা॥
জিনিয়া প্রভাত রবি, সিন্দূর ফোটার ছবি,
তার কোলে চন্দনের চাঁদা।
ওরূপ মাধুরী তোর, আমার লোচন চোর,
হরিয়া আমার মানস নিলি বাঁধা॥
নাহি দেখি কি কারণে, ধরিস অপাঙ্গ গুণে,
কজ্জল গরল যুত বাণ।
তোমার কর্ণিকা ফাঁদে, মোর মনো মৃগ বাঁধে,
কার তরে করেছ সন্ধান॥"

এখানে প্রায় সমুদয় রূপক গুলিতেই উপমেয়ের গুণ অধিক করিয়া বলা হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক বলা যাইতে পারে।

ভ্রান্তিমান, Rhetorical Mistake.

অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জানাইবার মানসে সদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক* ভ্রমকে ভ্রান্তিমান বলে।

---

* ইহাকে কবিপ্রৌঢ়োক্তি বলে।

শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে,
বাহিরে ক্ষণেক আর থেকো না লো থেকো না।
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে,
উহাপানে চেয়ে ধনি দেখো না লো দেখো না।
ওজে নিজে মূর্খ রাহু, পসারি আসিছে বাহু,
কায কি উহার ভয় রেখো না লো রেখো না।
হেরি তব মুখশশি, পাছে কি গ্রাসিবে আসি,
অনর্থ পরের দায়ে ঠেকো না লো ঠেকো না।

মুখে রাহুকর্ত্তৃক চন্দ্রভ্রম ইহা কবির কল্পনামাত্র, অতএব ইহা ভ্রান্তিমান।

"চন্দ্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া কৈরবভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করিতেছে, এবং পুলিন্দ-সুন্দরী মুক্তাফলভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।" ইহাও কবিকল্পিত ভ্রমমাত্র।

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে॥"

এখানে দুর্য্যোধনের যথার্থ ভ্রম হইয়াছিল, অতএব ইহা ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইবেক না।

"যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীরফলকে,

কাঁপিল মন্দির ঘন বীর পদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলি দেবাকৃতি রথী
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।" "

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় মন্দিরে উপবেশন করিয়া অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ সহসা তাদৃশ তেজস্বী পুরুষকে সমাগত দেখিয়া অগ্নিদেবভ্রমে তাঁহারে বিভাবসু বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ইহাও যথার্থ ভ্রম, অতএব এখানেও ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইবেক না।

৩ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে দেখ।

অসঙ্গতি, Separation of Cause and effect.

কারণ এক স্থানে কিন্তু তাহার কার্য্য অন্য স্থানে হইলে তাহাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার কহে।

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
নাজানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন॥"
"অলি করে মধুপান, উন্মত্ত কোকিল গান,
তরুগণ ঘূর্ণিত।

পথিক পতিত তলে, যুবতী মূর্চ্ছ সকলে,
বিরহি রোদিত ॥”

এখানে কার্য্য ও কারণগুলি পৃথক্ আছে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

উৎপ্রেক্ষা, Hypothetical Metaphor.

উপমানরূপে উপমেয়ের যে উৎকটকোটিক (সংপূর্ণ) সম্ভাবনা (বিতর্ক) তাহাকে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কহে। ইহার জ্ঞাপক যেন ও বুঝি শব্দ। এই অলঙ্কার দুই প্রকার; বাচ্য ও প্রতীয়মানা। যেখানে যেন ও বুঝি শব্দের উল্লেখ থাকে সেখানে বাচ্য ও যেখানে তাহাদিগের উল্লেখ না থাকে কিন্তু প্রতীতি হয় তথায় প্রতীয়মানা হয়। বাচ্য যথা—

“তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থভাব ধরে ॥
উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্কল ॥
সামান্য কুসুমকলি কন্দরে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গ-নাদ পবনে চলিত ॥
সাধারণ সূর্য্য আর সমীর আকাশ।
কবির নিকট যেন স্বর্গের প্রকাশ ॥”

‘পূর্ব্ব দিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে,
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে;

সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায় ॥"

প্রতীয়মানা ও বাচ্যা।

"কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ ॥ ১-
কেশ তার হইয়া ক্ষিতিতলেতে পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলো কেশ মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে ॥"

ক এই স্থানে যেন শব্দের প্রতীতি হইতেছে।

" ——— কুসুমেষু বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম ধনু টঙ্কারি কুসুম—
শরজাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী :
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!"

এখানেও যেন শব্দের প্রতীতি হইতেছে।

গদ্যে যথা—

"ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ দান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল. সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত

হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারা-ধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল, এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিনবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায়* ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক দশন-বিকাশপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রম-মৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হইল।"

---

* এই স্থলেই কেবল একটী উপমা দৃষ্ট হইতেছে।

ব্যতিরেক, Excess of object or Subject.

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ কিম্বা অপকর্ষকে ব্যতিরেক কহে।

উপমেয়ের উৎকর্ষ যথা—

" কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি, রাহু-মুখে শশী, ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥"

এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের যশঃ উপমেয়; উপমানভূত অগ্নি ও শশীর অপকর্ষ বলা হইয়াছে।

'চন্দ্র সবে ষোল কলা' ইত্যাদি ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

"কে বলে শরদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥"

ইত্যাদি বিদ্যার রূপবর্ণনে দেখ।

উপমানের উৎকর্ষ যথা—

" দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশ তনু,
আর ত নূতন নাহি হয়॥"

অর্থান্তরন্যাস, Corroboration.

যে স্থলে সামান্য-দ্বারা বিশেষের ও বিশেষ-দ্বারা সামান্যের সমর্থন হয় তথায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়।

ইহা সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে বিভক্ত হইয়া দুই প্রকারে চারি প্রকার হয়।

বিশেষদ্বারা সামান্য সমর্থন যথা—

"অতি উষ্ণ হয়োনাক স্নিগ্ধ হতে হবে,
অত্যুন্নত হয়োনাক নত হতে হবে ;
উত্তাপে উন্নত বাষ্প আক্রমে গগন,
জল করে ফেলে তারে অধোতে পবন॥"—১

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে॥"—২

সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থন—

"যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবল যোগেও অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণশশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও অধিক রমণীয় হয়, তেমনি এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাব-সুন্দর তাহাদের অঙ্গে কোন্ বস্তু না অলঙ্কারের কার্য্য করে?"—৩

১—এখানে বিশেষ—বাষ্প, সামান্য—স্নিগ্ধ ও নত হওয়া। ২—বিশেষ আশীবিষদংশন, সামান্য—যাতনানুভব। ৩—সামান্য—স্বভাব সুন্দর আকৃতি, বিশেষ—বল্কলেও মনোহারিণীত্ব।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সাধর্ম্ম্য অর্থান্তরন্যাসেরই উদাহরণ স্থল।

বৈধর্ম্ম্য ভেদের উদাহরণ যথা—

"হে ভগবন্! দুরাত্মা তারকাসুর এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু রুদ্র ইন্দ্রাদি কর্ত্তৃক আরাধ্যমান হইয়াও ত্রিভুবনের ক্লেশ জন্মাইতেছে, দুর্জ্জন প্রত্যপকার দ্বারা শাম্য হয়, উপকার করিয়া কখনই তাহাকে শান্ত করিতে পারা যায় না।"

এই উদাহরণে প্রত্যপকার করিলেই দুর্জ্জনের শান্তি হয়, এইরূপ সামান্য অর্থ দ্বারা উপকার করিলেও তারকাসুরের ত্রিভুবন ক্লেশোৎপদকতা রূপ বিশেষ অর্থ বিপরীত ভাবে সমর্থিত হইতেছে।

স্বভাবোক্তি, Description.

প্রকৃতির রূপ গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে। যথা—

'কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,' ইত্যাদি ৯ পৃষ্ঠা ও 'পাখী সব করে রব' ইত্যাদি ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

"এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লহরী লীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল, কত শত দেদীপ্যমান হীরক খণ্ড গগণমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য লাবণ্যশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা

পৌর্ণমাসীর রজনীকে উষাসুরূপ ম্লান করিতেছিলেন, কখন তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল তরঙ্গে প্রশ্লিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগণালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মলজল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণহরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশুপক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপ নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।"

এই স্থানে প্রকৃতির যথার্থ বর্ণন হইয়াছে অতএব ইহাকে অবশ্যই স্বভাবোক্তি বলিতে হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বভাবোক্তি বর্ণনে উৎপ্রেক্ষাদি কোন অলঙ্কারই থাকা উচিত নয়; কারণ, অন্য অলঙ্কারের প্রাধান্য-হেতু তাহাদের উপরই প্রথমে দৃষ্টি পড়ে। দেখ, উপরি উক্ত উদাহরণে যদি "হীরক খণ্ড" না থাকিয়া "তারাগণ" থাকিত, তাহা হইলে উহা বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তির উদাহরণস্থল হইত।

অতিশয়োক্তি, Hyperbole.

উপমানের সহিত উপমেয়ের সংপূর্ণ সৌসাদৃশ্য জানাইবার নিমিত্ত, উপমেয়কে উপমান বলিয়া নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশকে অতিশয়োক্তি কহে।

এই অতিশয়োক্তি ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ, এবং কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয় ভেদে পাঁচ প্রকার।

ভেদে অভেদ যথা—

"হায় রে সে জন ধন্য কত পুণ্য তার।
হেন অপরূপ রূপ দুয়ারে যাহার॥
হারাইয়া হরিণেরে যমুনার কূলে।
বসিয়া পড়েছে শশী লতিকার মূলে॥
কুবলয় শোভা পায় মুক্তার মালায়।
কাঁপিছে বন্ধূক ফুল তিলফুল বায়॥"

এখানে উপমানরূপে একেবারে নিশ্চয় হইতেছে।

উপমানের উল্লেখ পূর্ব্বক ভেদে অভেদ যথা—

"নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, তবে কি কারণে,
পাষাণেতে তব মন গঠিল॥"

অসম্বন্ধে সম্বন্ধ যথা—

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥

রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥"
"শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি, সে মুখ সুষমা,
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা।"

বিরোধ, Rhetorical Contradiction.

বাস্তবিক বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধকে বিরোধালঙ্কার কহে।

"অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাহার ছায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,*
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পাড়,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"
"সদা কটিতট পট বিহীন।
দিননাথ পদে অথচ দীন॥"

এখানে আপাততঃ অসংলগ্ন হইলেও দেবতায় সকলিই সম্ভবে বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছে।

নিশ্চয়, Rhetorical Certainty.

উপমানের অপহ্নব করিয়া উপমেয়ের স্থাপনকে নিশ্চয় অলঙ্কার কহে। যথা—

---

* এখানে অনন্বয়োপমা হইতেছে।

"কেন আসিছ গ্রাসিবারে অরে নহে এ সুধাকর,
বৃথা আসিছ মত্ত হয়ে এ বদন সরোজ রে।
ভুবোনারে চন্দ্রাবলী, গলে ধরেছি হীরক মণি;
অহে রাহু এ নহে দ্বিজরাজ সুধাধার অধর এ ॥"

এই স্থানে উপমান চন্দ্রের গোপন করিয়া উপমেয় মুখাদির নিশ্চয় রূপে স্থাপন হইল।

নিদর্শনা, Transference of attributes.

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিম্বা কার্য্য আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা;—

"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া,
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

এই উদাহরণে বিধাতা বস্তুত ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদন করেন নাই; অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। অতএব একের উপর অযথার্থ কার্য্য আরোপিত হইল এবং উহা সাদৃশ্য হেতুকও বটে, কেন না, ভিখারি রাঘব কর্ত্তৃক তাদৃশ ভুজবীর্য্যশালী ধনুর্দ্ধরের নিহনন ফুলদল দ্বারা শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায়, এইরূপ সাদৃশ্য প্রতীত হইতেছে।

অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ নিদর্শনা যথা—

"রাজা প্রিয়ম্বদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরি-

ভোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ম্বদা যথার্থ কহিয়াছে; কেননা শকুন্তলার অধরে নব-পল্লব শোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে। আর নব-যৌবন বিকসিত কুসুম রাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।”

এখানে দেখা যাইতেছে যে, একের ধর্ম্ম অন্যে বহন করিতেছে, অর্থাৎ বাহু যুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোমল বিটপ শোভার যে বাহুতে আরোপ ইহা অসম্ভব, এজন্য এখানে অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধ নিদর্শনা অলঙ্কার হইল।

উল্লেখ, Manifold Predication.

এক বস্তুর অনেক প্রকার উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহা যায়। এই উল্লেখ অলঙ্কার গ্রাহক ও বিষয় ভেদে দুই প্রকার।

গ্রাহক-ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, গ্রাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি উল্লেখ পূর্ব্বক গ্রাহ্য বস্তু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, জ্ঞেয় বিষয়টী ভিন্ন ভিন্ন উপাধিদ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

গ্রাহক ভেদে উল্লেখ যথা;—

“চারি বেদ যাঁর ভেদ বুঝিতে না পারে।
বৌদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁরে ধরিবারে নারে॥

বাইবলে যাঁরে বলে সর্ব্ব শক্তিময়।
কোরাণে মুসলমানে যাঁরে আল্লা কয়॥
ভুবন ভবনে যাঁর মহিমা অপার।
স্থাবর জঙ্গমে গায় গুণগান যাঁর॥
সেই সে অনাদি এই সংসারের সার।
মানস-সারসে আসি বসুন আমার॥"

এই উদাহরণে একমাত্র পরমাত্মার কেবল গ্রাহক ভেদে এই সকল উপাধি হইতেছে।

বিষয় ভেদে উল্লেখ যথা;—

"বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।"

এই উদাহরণে গ্রাহকের ভেদমাত্র নাই, কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতী রূপ বিষয়ের ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে।

"গাম্ভীর্য্যে রতনাকর, ধৈর্য্যে হিম-ধরাধর।
ক্রোধেতে রামকালাগ্নি, ক্ষমাবিষয়েই ক্ষৌণী॥"

এখানেও গ্রাহক ভেদ নাই, কেবল বিষয় ভেদ।

"যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমতি পতি,
রাজকুল-চক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম॥"

এখানে বিষয়ের ভেদ থাকিলেও উপমাবাচক 'সম' 'উপম' শব্দ উল্লিখিত থাকায় ইহা উল্লেখালঙ্কারের অন্তর্গত না হইয়া মালোপমার স্থল হইল। ৭৬ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি দেখ।

অপ্রস্তুত প্রশংসা, • Allegory.

যে স্থলে প্রস্তুত বিষয়ের অপহ্নব করিয়া অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা করা যায়, তথায় অপ্রস্তুত প্রশংসা হয়। যথা—

"সে দিন দেখেছি তব সহাস্য বদন।
সহসা কিসের লাগি হইলে এমন॥
উঠ উঠ বিধুমুখি কেঁদোনা লো আর।
বিশেষ করিয়া বল শুনি সমাচার॥
তোমার নয়ন নীর হেরিয়া নয়নে।
বিষম বিষাদানল দহিতেছে মনে॥"

উত্তর।

"কাঁদিয়া কহেন দিদি, বিমুখ আমারে বিধি,
মাথামুণ্ড কি আর বলিব।
কি কব বিপদ ঘোর, মরণ হোলনা মোর,
নাহি জানি ক যুগ জ্বলিব॥
বড় আশা ছিল মনে, ভাল বাসা সুত গণে,
কৃতি হোয়ে স্বনাম কিনিবে।
প্রাচীনা হইলে পর, করি মহা সমাদর,
সবে মোরে যতনে রাখিবে॥
প্রথমে যুগল সুত, অশেষ সুগুণ যুত,
কিরণে করিল আলো দেশ।
কিবা দিব পরিচয়, জান তুমি সমুদয়,
নাম ধরে অম্বিকা উমেশ॥
অম্বিকার গুণ যত, একাননে কব কত,
এমন হবেনা বুঝি আর।

সুশীল সুবুদ্ধি অতি, সদা সত্য পথে মতি,
কলিযুগে দেব অবতার॥
অমিয় বচন তার, যে শুনেছে এক বার,
সুধায় সুধায় কি সে কভু।
শারীরিক রিপু সব, ক্রমে করি পরাভব,
হইলেক তা সবার প্রভু॥
পাইয়া এমন ধন, সতত প্রফুল্ল মন,
মনে মনে কত অভিলাষ।
বাঞ্ছার বসন্ত কালে, বিষম বসন্ত কালে,
সব সাধ করিল বিনাশ॥
তাহার মরণ রবে, মিত্র কি বিপক্ষ সবে,
বহু বিধ আক্ষেপ করিল।
শরীরজ-শোকানল, একেবারে সুপ্রবল,
দুখিনীর হৃদয় দহিল॥
বাঁধিয়া পাষাণ গলে, ডুবিয়া মরিব জলে,
মনে এই করিলাম স্থির।
অকস্মাৎ কি বিপদ, চলিতে না পারে পদ,
বলহীন হইল শরীর॥
পাথর রহিল বুকে, বিষম কাতর দুখে,
মুখে আর না সরিল রব।
নেত্র বিগলিত নীরে, সে পাষাণে ধীরে ধীরে,
লিখে তার নাম গুণ সব॥
মনে করিলাম পণ, যত দিন এ জীবন,
নাহি যাবে রাখিব পাষাণ।
এই সেই আছে গলে, লোকে "টোবলেট" বলে,
মম প্রিয় পুত্রের নিশান॥

পুত্র শোকে জ্বর জ্বর, দেহ কাঁপে থর থর,
কি আর বলিব মোর মাথা।"

ঐখানে হিন্দু কালেজ কৃষ্ণনগর কালেজকে জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণনগর কালেজ নিজ ছাত্র অম্বিকার মৃত্যুহেতু খেদ করিতেছে ইহাই প্রস্তুত। কালেজ দ্বয়কে স্ত্রী-স্বরূপে কথন অপ্রস্তুত।

নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটীতে প্রস্তুত বিষয়গুলির স্পষ্ট নামোল্লেখ থাকায় ঐ বিষয়গুলি অপ্রস্তুত প্রশংসার স্থল না হইয়া রূপকেরই স্থল হইল। যথা—

"তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ বচনে বলিলেন "সর্ব্ব-দেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের এক একটা কলম তোমাদের দেশ হইতে আহরণ করা গিয়াছে। দেখ ভিন্ন জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎ-সাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে। আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়, কারণ যতগুলি বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায় ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক জাতীয়; তাহার নাম স্মৃতি; আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি এই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ-দিকের সমুদয় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্ রূপে নষ্ট হয় নাই,

কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্নশাখ হইয়াছে, কিছু পারিপাট্য নাই বোধ হইল। যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাতদ্বারা সমুদয় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাম দিকের কোন বৃক্ষের স্কন্ধ মাত্র আছে, কোনটার বা সমুদয় গিয়া এক দিকের এক মাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ তলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও বাচালতা সহকারে মহা কোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।"

এই প্রস্তাবে জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র প্রস্তুত, এবং বৃক্ষাদি রূপে সেই সকল প্রদর্শিত করা হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবশ্যই রূপক বলিতে হইবে, ও এক স্থানে একটি উৎপ্রেক্ষাও আছে ঐ দুই অলঙ্কারের সূত্র দেখ।

ব্যাঘাত, Counteraction.

যে স্থলে যে উপায়দ্বারা একবার কোন ব্যক্তি যে কার্য্য করে যদি সেই উপায়দ্বারা পুনর্ব্বার অন্য কেহ সেই কার্য্য অন্যথা করে তবে সে স্থলে ব্যাঘাত বলা যায়। যথা—

"হর-নেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে,
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতুহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়;
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥"

এখানে দেখা যাইতেছে, যে নেত্রদ্বারা মদন একে-

বারে ভস্মীভূত হইয়াছে, আবার অন্যেরা সেই নেত্র-রূপ উপায়দ্বারা সেই কন্দর্পকে পুনর্জীবিত করিতেছে।

কাব্যলিঙ্গ, Implied causality.

যেখানে কোন পদার্থ অথবা বাক্যার্থ কারণ-রূপে উপন্যস্ত হয় তথায় কাব্যলিঙ্গ বলে। যথা

"দুখে দগ্ধ হয় দেহ, দুহিতারে আনি দেহ,
উমা বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি রহিছে।
তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, পাষাণ বলিয়া শুধু সহিছে॥—১ ক

"নিদয় হৃদয়, তুমি অবশ।
পাথরে কি হয় করুণা রস॥"—২ ক

"কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশু নিধি,
তোমারে অভাগী তারা; গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্য-দোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!—
কি লজ্জা কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপকথা—হায়রে, কেমনে!
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে! হস্তদাসী সদা—
তুই, মনোদাস হস্ত; সে মনঃ পুড়িলে,
কেননা পুড়িবি তুই!— — — "—৩ ক

"হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতী,
শশধর ভাতি চুরি করিল।
কিংবা সুবদনী, কনক বরণী,
নলিনীর শোভা হেলে হেরিল।

নহিলে বলনা, কেন সে ললনা,
করিয়া ছলনা মুখ ঢাকিল্।
চুরি করা ধন, বলিয়া তখন,
বদনে বসন বুঝি ঝাঁপিল॥"—৪ ক

"সরোবরে বিকসিত কুমুদিনী ফুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল।
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর ভয়;
মৃণাল আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়॥
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার,
দিবাগমে পুন তবে হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে,
সময়ের গতি প্রতি কি বিশ্বাস আছে॥
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ।
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ॥"—৫ ক

১ক, ২ কতে প্রাণ বিয়োগ ও করুণা না হওয়ার কারণ পাষাণ এই পদার্থটী। ৩ কতে বাক্যার্থ হেতু হইয়াছে। ৪ কতে চুরি করা ধন এই পদটী গোপনের হেতু হইলেও বুঝি শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া উৎপ্রেক্ষা হইল। ৫ কতে শশীর ম্লান হওয়া এই পদার্থটী হেতু।

যেখানে হেতু না থাকিয়া সামান্য বিশেষ সমর্থন হইবে তথায় অর্থান্তরন্যাস হইবে; ৮৯ ৯০ পৃ। পরিপূর্ণ খনি ইত্যাদি বিশেষ, ধনি কণ্ঠহারে ইত্যাদি সামান্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কাকু প্রস্তাবে ৬৯ পৃঃ দেখ।

পর্য্যায়োক্ত, Innuendoe.

যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়টী স্ফুটরূপে উল্লিখিত না থাকে অথচ বাক্য-ভঙ্গিদ্বারা তাহার প্রতীতি হয়, সে স্থলে পর্য্যায়োক্ত বলা যায়। যথা—

"লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বুল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া, তুমি রাজকুমারের করে তাম্বুল প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন আমি তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না।"

এই উদাহরণে "প্রতিনিধি হইতে পারিব না" এই বাক্য-ভঙ্গি দ্বারা চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর গন্ধর্ব্ব বিবাহ অর্থাৎ কাদম্বরী যে চন্দ্রাপীড়কে পতিত্বে বরণ করিবেন, তাহা স্ফুটরূপে প্রতীত হইতেছে, এজন্য এই স্থলে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার বলা যায়।

অপহ্নুতি, Denial

উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন, অথবা প্রথমতঃ কোন গোপনীয় বিষয় স্বয়ং কোন প্রকারে প্রকাশ করিয়া পুনরায় প্রকারান্তরে তাহার গোপন করাকে অপহ্নুতি বলে।

এই অলঙ্কারের জ্ঞাপক ছল ও ব্যাজপ্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"একি অপরূপ তরুতলে,
হেন মনে সাধ করি, তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণ কালা, নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহর তরুবর গুঞ্জা ফুলে।
বরণ কালিম চাঁদে, বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে।
কস্তুরি মিশালে মাখি, কবরি মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।

ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে॥” ১—ক
“পদ্মিনীর পদ্ম নেত্র, বিনোদ বিহার ক্ষেত্র,
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে,
চারি দিকে অমৃত সঞ্চরে।”২—ক
“নাভি কূপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে॥”—৩ ক
“ওলো পূর্ণ বিধুমুখি, মোরে ভেঙ্গে বল দেখি,
ইহারে বলয় বলে কে তোমারে বলেছে।
কার হেন কথা শুনে, বিশ্বাস করেছ মনে,
তুমিও যেমন ধনি, সে তোমারে ছলেছে।
সত্য তবে শুন অহে, এ তব বলয় নহে,
তোমা প্রতি রতিপতি পরিতুষ্ট হয়েছে।
ইথে কাম মহাশয়, জগৎ করিতে জয়,
তব হাতে গুণযুক্ত ফুলধনুঃ দিয়েছে।”—৪ ক

১।২।৩ ক স্থলে উপমানের গোপন করিয়া উপমেয়ে স্থাপন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এবং ছল শব্দও দেখা যাইতেছে। ৪ কতে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া আবার স্বয়ংই প্রকারান্তরে গোপন করিতেছে।

পরিবৃত্তি, Rhetorical Exchange

বস্তুর বিনিময় অর্থাৎ এক বস্তুদ্বারা অপর বস্তুর গ্রহণকে পরিবৃত্তি* বলে। যথা—

* কিন্তু ইহা যেন স্থির থাকে যে, পণ্যশালায যে সকল দ্রব্য বিনিময় করা যায়, তাহাও একটী অলঙ্কার হইবে ইহা কখনই নহে, অলঙ্কারস্থলে কবিকল্পিত বস্তু ও বিনিময় বুঝিতে হইবে।

"মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয়ে লইয়া॥"

এখানে সমানে সমানে বিনিময় হইল।

বিশেষোক্তি, Cause without effect.

যেথানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে কথন কথন কারণটি অনির্দ্দিষ্টও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাব প্রতীতি হয়, একারণে ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

"একে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা তাহাতে আবার ঘনতব ঘনঘটা দ্বাবা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল। আর ভুত প্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়ের সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাঁহাতে ভয় বা ব্যাকুলভাব লেশমাত্রও উপস্থিত হইল না। অবশেষে নানা সঙ্কটহইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেতভূমিতে উপনীত হইলে দেখিলেন কোন স্থলে বিকটমূর্ত্তি ভূত সকল জীবিত মনুষ্য ধরিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিতেছে। কোন স্থলে ডাকিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে আর চারি দিগে অনবরত কেবল মার্ মার্ ধর্ ধর্ ইত্যাদি ভয়ানক

শব্দ হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া রাজা ভয় পাইলেন না।”

এখানে অন্ধকারাদি ভয়ের কারণ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু রাজার ভয় হইতেছে না।

ব্যাজস্তুতি, Irony.

যে স্থলে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি বলে। যথা—

“অঙ্গি লাগা ভাল ভাল, নাম মহা কাল্ কাল্,
নাহি মানে কালাকাল, চিরকাল সুখে কাল কাটে হে।
এক ভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে,
তাল দেয় কাছে কাছে, তালেং নাচে নানা ঠাটে হে॥
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ, ভাই বন্ধু সব বুঝি মরেছে।
গৃহযোত্র গোত্র গাঁই, কিছুই ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই, একে বারে তাই স্মর করেছে॥
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,
দুহাতে মড়ার খুলি, আগম নিগম শ্লোক পড়ে মুখেং হে।
মান অপমান না করে জ্ঞান।
নিজ পর নাহি সব সমান॥”

“সভা জন শুন, জামতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুঃখ জানে, দুঃখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥”

এই গুলি নিন্দাচ্ছলে স্তুতি হইয়াছে।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যথা—

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে,
আসিছেন রাম নিজ আলয়ে;
শুনিয়া যতেক বালক সবে,
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে;
শুন হে কুমার! তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কায;
তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন বিদিত অজের কুলে;
জনক দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি॥"

নিন্দাপক্ষে অজ= ছাগ। জনক দুহিতা= ভগিনী।

সূক্ষ্ম, Pantomime.

যেখানে কোন সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপরিস্ফুট অর্থ শরীরের ভাব ভঙ্গী কিম্বা অন্য কোন সঙ্কেত-দ্বারা প্রকটীকৃত হয় তথায় সূক্ষ্ম কহে। যথা—

"অনতিদূরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। বজ্রমুকুট সমীপবর্ত্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দর্শন প্রণামাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যা স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সেই সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান পূজা সমাপন পূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়াতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহার ও নৃপতনয়ের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজপুত্রীও

নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্যা হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে২ স্বীয় প্রিয় বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।”

এই উদাহরণে পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল তদ্দ্বারা এই কহিয়াছে আমি কর্ণাটনগর নিবাসিনী। দন্তদ্বারা খণ্ডন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছে আমি দন্তবাট রাজার কন্যা। তৎপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছে আমার নাম পদ্মাবতী। আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

সমাসোক্তি, Personification.

প্রস্তুত বিষয়ে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি* বলা যায়; ইহা শ্লিষ্ট ও অশ্লিষ্ট শব্দ-ভেদে দুই প্রকার। সমান কার্য্য সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ না থাকিলে সমাসোক্তি হইবে না।

শ্লিষ্টশব্দ যথা—

শরীর লোহিতবর্ণ ইত্যাদি, ও দ্বিজরাজ সমাগত ইত্যাদিতে প্রস্তুত সূর্য্য ও চন্দ্র বর্ণনে, অপ্রস্তুত মদ্যপায়ী

* যেখানে প্রস্তুত বর্ণনীয় বিষয়ে যদি অপ্রস্তুত অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আরোপ করা হয় তথায় সমাসোক্তি হইবে। এবং অপ্রস্তুত বিষয়ে প্রস্তুত বিষয়ের আরোপ হইলে অপ্রস্তুত প্রশংসা হইবে। উভয় পক্ষ প্রস্তুত হইলে কেবল শ্লেষ হইবে। “গোত্রের প্রধানপিতা” ইত্যাদি ৬২ পৃষ্ঠা দেখ। এই কয় অলঙ্কারের বিশেষ ভেদ এই।

ও যাচক ব্রাহ্মণের সমান কার্য্যাদি রূপ ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে। ৬২ পৃ ১পং হইতে ৮ পং দেখ।

অশ্লিষ্ট যথা—

"দিবস হইল শেষ, 'শশধরে কমলেশ,
আপনার রাজ্য ভার দিয়া।
সন্ধ্যা করিবার তরে, অন্দরে প্রবেশ করে,
স্বীয় জায়া ছায়াকে লইয়া॥
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাসনে,
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন।
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হইয়া অতি,
চলিলেন করিতে শয়ন॥"—১

সমান কার্য্য—"হায়রে তোমারে কেন তুষি ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজ রাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি!
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি!"—২

সমান বিশেষণ—"রাগেতে আসঙ্গ হেতু, বিকসিত মুখী,
রবিকরে স্পৃষ্ট হয়ে পূর্ব্বদিগঙ্গনা
গলিত তিমিরাবৃতি হয়েছে দেখিয়া,
অস্তাচলে যায় শশী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে।"—৩

১টীতে প্রস্তুত সূর্য্য ও চন্দ্রে অপ্রস্তুত নৃপামাত্যের ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

২টীতে দেখা যাইতেছে যে যিনি সখীসঙ্গিনী হইয়া, পতিপাশে গমন করেন তাঁহার সেই ব্যবহার সম্যক্ রূপে যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে।

৩টীতে—প্রস্তুত দিক্, তাহাতে অপ্রস্তুত কামিনীর

আরোপ হইয়াছে এবং বিশেষণগুলিও দুই পক্ষে সমান যথা সন্ধ্যাপক্ষে রাগ=রক্তিমা, বিকসিত=সুপ্রকাশিত, কর=কিরণ, তিমিরাবৃত্তি=অন্ধকাররূপ আবরণ, নায়িকা পক্ষে রাগ=অনুরাগ, বিকসিত=প্রফুল্ল, তিমিরাবৃত্তি=নীল বস্ত্র। এই বিশেষণগুলি শ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা হইয়াছে।

প্রতিবস্তূপমা, Parallel Simile.

যে স্থলে পদার্থদ্বয়ের যথাদি শব্দ দ্বারা উপমান উপমেয় ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণধর্ম্ম ফলিতার্থে এক রূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত হয়, তথায় প্রতিবস্তূপমা বলে। যথা—

"ধন্য বলি দময়ন্তি! তব গুণগণ।
যে গুণে নলের মন করিলে হরণ॥
কৌমুদী জলধি জল করে আকর্ষণ।
কি তাহে বিচিত্র আর বলহ এখন॥"

এই উদাহরণে দময়ন্তী ও কৌমুদীর সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখানে হরণ-করণ ও আকর্ষণ-করণ, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কেবল পৌনরুক্ত ভয়ে ভিন্নাকার শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্মরণ, Rhetorical Recollection.

সদৃশ পদার্থের অনুভব জন্য অন্য বস্তুর যে স্মৃতি তাহাকে স্মরণ কহে। যথা———গীত

"হেমবরণী সীতে লক্ষ্মণ রে! আমার যখন পড়ে মনে।
সীতেরে না দেখিয়ে চাই লক্ষ্মণ রে! গগন-চাঁদের পানে॥
হেম বরণী সীতে লক্ষ্মণ রে! চম্পক বরণী।
রয়ে রয়ে পড়ে মনে লক্ষ্মণ রে! সেই চাঁদ বদনখানি॥"

তুল্যযোগিতা, Identity of attribute.

যে স্থলে প্রস্তুত কিম্বা অপ্রস্তুত পদার্থ সমূহের কোন এক ধর্ম্মের (গুণক্রিয়াদির) সহিত সম্বন্ধ (অন্বয়) হয় তথায় তুল্যযোগিতা বলে।

প্রস্তুত পদার্থ সমূহের এক ক্রিয়া সম্বন্ধ যথা—

"সায়ং কাল সমাগত; অস্তগিরি-শিরে
দিনমণি; খগকুল কুলায় নিলয়ে
নিজ নিজ; বৃষযুগ লয়ে ধিরি ধিরি
নিজ বাসে চাসা; চলে। এলো অন্ধকার!"

এখানে 'চলে' ক্রিয়ার সহিত সকলের অন্বয় হইতেছে।

অপ্রস্তুত পদার্থসমূহের একগুণ সম্বন্ধ যথা—

"যদি কোন জন, করে দরশন, মদনমোহন, বদন তার।
নব ইন্দীবর, পূর্ণ শশধর, নাহি মনোহর, বলে সে আর॥"

এখানে পদ্ম ও চন্দ্রের মনোহরত্ব গুণের সহিত সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

প্রতীপ, Reversed Simile.

যে স্থলে প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয় রূপে নির্দ্দেশ কিম্বা ঐ প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণন করা হয় তথায় প্রতীপ কহে। যথা—

" তোমার নয়ন সম ছিল ইন্দীবর,
সলিলে নিমগ্ন হৈল আমার গোচর।
তব মুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত;
কালবশে কালমেঘে হৈল আচ্ছাদিত॥
গমনানুকারি গতি রাজহংস বরে,
গিয়াছে প্রিয়ে তারা মানস সরোবরে।
তোমার তুলনা দিতে এ সকল স্থান।
গেল দৈববশে কিসে বাঁচিবে পরাণ॥"

এই খানে প্রসিদ্ধ উপমান ইন্দীবরাদিকে উপমেয়ত্ব রূপে কল্পনা করা হইয়াছে; অতএব ইহা প্রতীপ।

এই অলঙ্কারটী উপমালঙ্কারের বিপরীত এই নিমিত্তই ইহার প্রতীপ নামটী যথার্থ উপন্যস্ত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত, Parallel.

দৃষ্টান্ত উপন্যাসকে (অর্থাৎ পরস্পর সমান-ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য বর্ণনকে) দৃষ্টান্ত* কহে।

কিন্তু ঐ বস্তুদ্বয়ের কার্য্য-সাদৃশ্য প্রণিধানদ্বারা জানা যায়। যথা—

---

*এই অলঙ্কার সর্ব্বত্র হইবে না, যেস্থলে যথাদি শব্দ থাকিবে সেই স্থলে উপমালঙ্কার হইবে। এবং যে স্থলে সাধারণ ধর্ম্ম এক হইবে সেই স্থলে প্রতিবস্তুপমা হইবে। যে স্থলে যথাদি শব্দ ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইবে, এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হইবে না, অর্থাৎ উভয়গত (উপমান ও উপমেয় গত) ধর্ম্মদ্বয়ের প্রথমতঃ যে সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় তদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের উপমা কল্পিত হয় সেই স্থলেই এই অলঙ্কার হইবে।

"মিষ্ট-বাক্য কহ কিম্বা কটু কহ ভাই।
সকলি আমার প্রতি অমৃত বর্ষায়॥
সলিল শীতল কিম্বা উষ্ণ যদি হয়।
অনল নির্ব্বাণ করে ইথে কি সংশয়॥"—১ম

"হে পিতৃব্য তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস, তুমি; কেমনে ও মুখে
আনিলে একথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়; হে রক্ষো রথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি; জনম তব কোন্ মহাকুলে!
কেবা সে অধম রাম; স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে।
যায় কি সে কভু, প্রভু পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল-দলের ধাম;————————"—২য়

"মধুমাসে মনোহর, সৌরভের ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মনোলোভা॥"—৩য়

"যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকসিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার॥"—৪র্থ

১মটিতে—'মিষ্ট ও কটু বাক্য' এবং 'শীতল ও উষ্ণ সলিল' এই উভয়ের সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; 'অমৃত বর্ষণ' ও 'অনল নির্ব্বাণ করণ' এই দুইটি কার্য্য এক রূপ নহে কিন্তু প্রণি-

ধানদ্বারা সাদৃশ্য প্রতীত হইতেছে সুতরাং দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল।

২য়টিতে—'বিভীষণ' ও 'রাজহংস' এই উভয়ের সাদৃশ্য প্রতীতি হইতেছে, প্রত্যুত 'রামপক্ষে বিভীষণের পক্ষপাত' ও 'পঙ্কিল সরোবরে রাজহংসের গমন' এই উভয় ধর্ম্ম ও এক রূপ কার্য্য নহে, এই হেতু এখানেও দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

৩য়, পুষ্পের সহিত মনোলোভের, ৪র্থ সুরগণের সহিত অলির ও অসুরের সহিত ভেকের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে, এবং শুষ্ক ও ক্ষুধিত—সুধা-প্রাপ্তি ও তামরসে উড়ে বসা—এবং পরিশ্রম ও চীৎকার—এইগুলি কার্য্যতঃ একরূপ নহে। কিন্তু প্রণিধানদ্বারা উভয় পদার্থেরই সাদৃশ্য প্রতীতি হইতেছে, অতএব ইহারাও দৃষ্টান্তালঙ্কারের স্থল।

বিভাবনা, Effect without cause.

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয় তথায় বিভাবনা কহা যায়।* যথা—

"আয়াস নাহিক কিছু তবু কটি তনু।
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু॥
ভয়ের নাহিক লেশ তবু আঁখি চল।
সকলি কেবল নব যৌবনের ফল॥"

এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অকারণে কার্য্যোৎপত্তি কোন প্রকারেই সম্ভবে না, এই হেতু এরূপ স্থলে কারণান্তর অপেক্ষা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়; বস্তুতঃ এই অলঙ্কারে হয় নির্দ্দিষ্ট, না হয় অনির্দ্দিষ্ট একটি কারণান্তর দেখা যায়।

সন্দেহ, Rhetorical Doubt.

প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বস্তুরূপে সংশ-

* বিশেষোক্তি অলঙ্কারে কারণ সত্ত্বেও কার্য্য হয় না; ইহাতে কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়।

য়কে সন্দেহ কহে। সংশয় বুদ্ধিকল্পিত (কাল্পনিক) হইলেই এই অলঙ্কার হইবে, কিন্তু বাস্তবিক সংশয় স্থলে সন্দেহালঙ্কার হইবে না*।

সন্দেহালঙ্কারের বাচক কি, বা, অথবা ও কিনা শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সন্দেহ শুদ্ধ, নিশ্চয়ান্ত, ও নিশ্চয়গর্ভ ভেদে ত্রিবিধ।

শুদ্ধ (অর্থাৎ যেখানে কেবল সন্দেহই) যথা—

"ইনি কিহে মদনের রথের পতাকা।
তারুণ্য তরুর কিবা কুসুমিত শাখা॥
অথবা লাবণ্য-বারিনিধির লহরী।
মন বিমোহন বিদ্যা কি বা রূপধরী॥"

নিশ্চয়ান্ত যথা—

"কাল মেঘ নয়, ওযে বৃন্দাবনের শশী।
মেঘেতে কোথায় রাই! বল বাজায় বাঁশী॥"

---

* ভ্রান্তিমান স্থলে একেবারে উভয় কোটির সংশয় হয়, সন্দেহ স্থলে কেবল একাংশে সংশয় জন্মে, তাহাও আবার কোন কোন স্থলে প্রস্তাবের মধ্যে কিংবা অন্তে নিশ্চয়রূপে প্রস্তাবিত বিষয়ের বোধ হয়, ভ্রান্তিমান স্থলে তাহা হয় না।

"করিতেছে ছায় দরশন, যেন সব মায়ার রচন,
কাঁচেতে কাঞ্চন কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন।"—১

"কভু ভাবে এমন কি হয়, চিত্র চক্ষে পলক উদয়,
নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর খাইতে আশয়।"—২

১মটী স্থলে একেবারে ভ্রম হইয়াছে।—২য়টী স্থলে প্রথমতঃ চিত্ররূপে সংশয় জন্মিতেছে। তৎপর ক্ষণেই আবার কার্য্যাদি দেখিয়া সংশয়াপনোদন হইতেছে, অতএব এই অংশে সন্দেহ।

নিশ্চয়গর্ভ (অর্থাৎ যেখানে প্রথম সংশয় পরে সংশয়চ্ছেদ পুনঃ সংশয়)।

নিম্ন লিখিত স্থলে সুন্দরকে দেব কি মানবাদি বলিয়া বিদ্যার যথার্থ সংশয়ই হইয়াছিল, এই হেতু এই প্রস্তাবটি অলঙ্কার বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

"—————— ——————সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে, ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ, চমকিত মন, বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়॥
একিলো২, এযে কি দেখিলো, এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব, কেমনে এল এখানে॥"

বিষম, Contrariety.

বিসদৃশ বস্তুর বর্ণন বিশেষকে বিষম কহে।

বিষম অলঙ্কার দ্বিবিধ, কারণে যেরূপ গুণ বা ক্রিয়া থাকে কার্য্যের যদি তদ্বিপরীত গুণ বা ক্রিয়া হয় সেস্থলে প্রথম বিষম; আর পরস্পর ফলতঃ বিরুদ্ধ (অহি নকুলের ন্যায়) বস্তুদ্বয়ের একত্র সম্বন্ধরূপে বর্ণনকে দ্বিতীয় বিষম কহে। বিসদৃশবিস্তু যথা—

"অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনি কুমারই বা কোথায়, সামান্য জন সুলভ চিত্ত বিকারই বা কোথায়! বোধ হয়, ইনি আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন।"

বিরুদ্ধ ফলোপধায়িনী ক্রিয়া যথা—

"চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাযে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ॥
ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥"

"বিধু তো কলঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গলে,
আমি মলে তার আর, কি অধিক পুষিবে।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা, অঙ্গে তার বিষ মাখা,
সে চন্দনে দহিলে দেহ, কেবা তারে রুষিবে॥
নিজে কাম দগ্ধ কায়, আমারে দহিতে চায়,
এসহজ দোষে তায়, কেবা তারে দুষিবে।
জগৎপ্রাণ নাম ধরে, প্রাণে যদি মার মোরে,
তব এ কলঙ্ক বায়ু, কেবা নাহি ঘুষিবে॥"

দীপক, Identity of action or agent.

যে স্থলে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই উভয়ের একটী মাত্র ক্রিয়া থাকে, কিংবা অনেক ক্রিয়া পদের সহিত এক মাত্র কারকের সম্বন্ধ (অন্বয়) হয় তথায় দীপক বলে।

এক কারকের অনেক ক্রিয়া সম্বন্ধ যথা—

"ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়, ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়, বঁধু এলো এই বোলে।"

"—হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার কান্তি আমি?

অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু মূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু সহ চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি,
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে!

ইত্যাদি মেঘনাদবধ কাব্যের ৮৭।৮৮ পৃ দেখ।

এখানে এক 'আমি' কর্ত্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয দেখা যাইতেছে।

সার, Climax.

প্রস্তাব আরম্ভাবধি শেষপর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে সার* বলা যায়। ইহার জ্ঞাপক সার শব্দ। যথা—

"সংসারে ভিতর সার যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার মনুষ্য হওন॥
মনুষ্যের সার সেই বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিত মণ্ডলী মাঝে বিনয়ীই সার॥"

এখানে পূর্ব্বাবধি পর পর্য্যন্ত ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে এবং "সার" শব্দও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

---

* কিন্তু ক্রমে অপকর্ষ বর্ণিত হইলে সার বলা যায় না।

সমুচ্চয়, Plurality of Causes.

যে স্থলে কার্য্য একটি কারণদ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সেই স্থলে দুই কিংবা বহু কারণ দেখা যায় তথায় সমুচ্চয় কহে। যথা—

"আলয় মলয়াচলে তব সমীরণ।
গোদাবরীবারি সহ সতত রমণ॥
প্রশান্ত বসন্ত সঙ্গে তব পরিচয়।
জগত পরাণ তোমা ত্রিজগতে কয়॥
তুমিহে উদ্দাম দব দহনের প্রায়।
দহিলে মদীয় দেহ কি আছে উপায়॥"

এখানে দেহের অদাহে একটী কারণ বলিলেই হইত।

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া সমবেত রাজগণ-সমক্ষে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।" ইত্যাদি, মহাভারতের উপক্রমণিকার ১৫ পৃষ্ঠাবধি ২১ পৃ পর্য্যন্ত দেখ।

কেবল দ্রৌপদী-হরণ পরাজয়ের কারণ হইলেও নানা বিষয় তাহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার আছে, সেগুলি এবারে পরিত্যাগ করিয়া অলঙ্কার পরিচ্ছেদ শেষ করিতে হইল।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে—অলঙ্কার-পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

কাব্যনির্ণয়—দোষপরিচ্ছেদ।

যে খানে মুখ্য শব্দার্থাদির অপকর্ষ দেখা যায় তথায় দোষ বলে। ইহা প্রধানতঃ শব্দগত, অর্থগত, রসগত ও অলঙ্কারগত দোষ ভেদে চারি প্রকার।

শব্দদোষ, Faults affecting the words.

শ্রুতিকটু, চ্যুতসংস্কৃতি, অপ্রযুক্ত, অসমর্থ, নিরর্থক, অবাচক, অশ্লীল, অপ্রতীত, ক্লিষ্ট, প্রতিকূলবর্ণ, অনবীকৃত, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ, ন্যূনপদ, অধিকপদ, সমাপ্তপুনরাত্ত ইত্যাদি।

শ্রুতিকটু, Unmelodiousness.

যে শব্দ শ্রুতিসুখাবহ হয় না তাহাকে শ্রুতিকটু কহে। যথা—

"ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপগো ঝটিত।
ঝর্ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত॥
ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥
টঙ্কিনী টনক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানেগো টুটাহ টিটিকার॥

ঠাকুরাণী ঠেকাইলা একি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠকঠেকে ঠকে॥
ডাকিনী ডমরু ডঙ্কে ডাকিয়া ডগর।
ডাগর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥
ঢক্কনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা নিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী॥'

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরের মশানে কালী-স্তুতিতে দেখ। এস্থলটী বীর, বীভৎস, বা রৌদ্ররস নহে, করুণরস, কিন্তু বীর রসাদির ন্যায় বর্ণ রচনা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিকটু দোষ হইল, এবং প্রতিকূলবর্ণও ঘটিল। করুণরসব্যঞ্জক বর্ণ ৫৯ পৃষ্ঠে দেখ।

চ্যুতসংস্কৃতি, Solecism.

ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দকে চ্যুতসংস্কৃতি কহে। যথা,

"শুনি স্বপ্ন দেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যাম অঙ্গিনী রজনীর প্রতি
মিছে খেদ কেন সখি করগো আপনি?"

ব্যাকরণ লক্ষণানুসারে এই পদটী শ্যাম অঙ্গিনী না হইয়া শ্যামাঙ্গী হইবে। ৭৬ পৃষ্ঠা চাতকিনী না হইয়া চাতকী হইবে।

অপ্রযুক্ত, Non-current words.

যে শব্দ অভিধানে আছে কিন্তু সাধারণ্যে প্রয়োগ নাই তাহাকে অপ্রযুক্ত কহে। যথা—

"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥"

উষর্বুধ=অগ্নি, মার—কন্দর্প, নাকেতে—স্বর্গেতে, নির্জ্জরগণ=দেবতাগণ। এই সমুদয় অর্থে এই সকল শব্দ অভিধানে প্রয়োগ আছে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রয়োগ দেখা যায় না।

অসমর্থ, False application.

যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে অসমর্থ কহে। যথা,

"আমার লপিতে দেও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যারাজপুত্র পরে করহ অর্পণ॥
তমীনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলে।
তোমার গোরসে গো পাইব করতলে॥"

কুন্তীর নন্দন শব্দে কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্দ্রিয়, ও মৎস্যরাজপুত্র বিরাটপুত্র উত্তর শব্দে প্রত্যুত্তর অর্থ কখনই বুঝাইতে পারে না, অতএব এই দুই অংশে অসমর্থ দোষ হইয়াছে।

নিরর্থক, Expletives.

যে শব্দ কেবল শ্লোকের ছন্দঃপূরণার্থ প্রযুক্ত হয় তাহাকে নিরর্থক কহে। যথা—

"এ কি কহ গো কুমারি, এ কি কহ গো কুমারি।
কেমন তোমার কর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগ্‌দত্তা যেই, কহ বাগ্‌দত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই॥
তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায়॥"

"সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়-সুখ করিছে সাধন॥"—১

"বিশেষিয়া সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামির নাম নাহি ধরে নারী॥"—২

প্রথমে চণ্ড শব্দটী নিরর্থক হইয়াছে। ১ সদা কিম্বা সর্ব্বক্ষণ, ২ বিশেষিয়া বা সবিশেষ ইহাদিগের এক একটী পদ নিরর্থক।

অবাচক, False analogy of meanings.

অর্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া শব্দ প্রয়োগ করিলে অবাচক দোষ ঘটে। যথা—

"———— ——ঘনস্বনে বহেন বপন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!"—১

"মহা মহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশ দেশান্তর॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব আকর্ণনে॥"—২

লয়কারী অর্থে—লয়, আস্বাদন অর্থে—আকর্ণন ইহা অবাচক। যে হেতু লয় শব্দে নাশ, আকর্ণন শব্দে শ্রবণ মাত্র বুঝায়।

অশ্লীল, Indecency.

যাহা লোকের নিকট পাঠ করিতে বা বলিতে লজ্জাবোধ হয় তাহাকে অশ্লীল কহে।

ইহার উদাহরণ বিদ্যাসুন্দরের বিহারাদি প্রস্তাবে অনেক আছে।

অপ্রতীত, Non-current meanings.

অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগকে অপ্রতীত কহে। যথা—

"তোমার গো রসে গো পাইব করতলে।"

প্রথম গোশব্দে বাক্য, দ্বিতীয় গোশব্দে স্বর্গ ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থ।

ক্লিষ্ট, Involved construction.

যেখানে অনেক শব্দের অর্থ-প্রতীতির পর

কষ্টেসৃষ্টে প্রস্তুতার্থ বোধ হয় তথায় ক্লিষ্ট কহে।

"অত্রিলোচন-সম্ভূত-জ্যোতিঃপ্রভব-প্রভাবতী তোমাদিগের শোকে ম্লান হইতেছে।"

এখানে অত্রি-লোচন-সম্ভূত=চন্দ্র, তাঁহার জ্যোতিঃ=কিরণ, তাহার প্রভব=প্রকাশ, তাহাদ্বারা প্রভাবিশিষ্টা হয় যে (কুমুদিনী) এই অর্থটি অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে।

প্রতিকূলবর্ণ, Use of wrong letters.

যে রসে যে সমুদায় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে প্রতিকূল-বর্ণ কহে।

৪৯ পৃষ্ঠা হইতে গুণপরিচ্ছেদে বর্ণবিন্যাস দেখ।

যুদ্ধসময়ে যথা—

"শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা একধার॥
যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফল ফুল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনীমুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত-শেষে পাতার ঝরণ॥
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রু ঠাট।
শুধু এই শব্দ মার মার কাট কাট॥"

ইত্যাদি পদ্মিনী উপাখ্যানে ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এখানে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু বীররস-ব্যঞ্জক ওজোগুণশালী বর্ণ রচনা হয় নাই, এই হেতু ইহাকে প্রতিকূলবর্ণ বলা যায়।

বীররসের অনুকূলবর্ণ যথা—

(শিবের দক্ষযজ্ঞযাত্রা।)

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটীকট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝূলী করে লোল ঝূলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দি ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁকিনী পেত্নিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥"

অনবীকৃত, Repetition

যে খানে এক শব্দ বারম্বার উল্লেখ করা যায় তথায় অনবীকৃত কহে। যথা—

"নাহি সরলতা লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥"

এখানে ক্ষীণ শব্দ অনবীকৃত।

"এই যে বৃক্ষের পত্র নয়ন রঞ্জন।
এই যে নবীন দূর্ব্বা শ্যামল বরণ॥
এই যে পুষ্পিত চারু লতিকা নিচয়।
এই যে বিবিধ রম্য পুষ্প সমুদয়॥
এই যে সুগন্ধ মন্দগামি সমীরণ।
এই যে সুকণ্ঠ নানা বিহঙ্গমগণ॥
এই যে কুরঙ্গ দল কেলী লীলাপর।
এই যে সুচিত্রপুচ্ছ কলাপি নিকর॥
এই যে মুকুতানিভ তুহিন কলিকা।
এই যে চন্দ্রিকা ভব ভবন রঞ্জিকা॥
এই যে যামিনীনাথ গগণ ভূষণ।
এই যে নক্ষত্র মালা উজ্জ্বল বরণ॥
সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয় সুখ করিছে সাধন॥"

এখানে 'এই যে' শব্দ বারম্বার বলা হইয়াছে। অতএব ইহাকে অনবীকৃত দোষ বলা যাইতে পারে।

শব্দ রচনা সময়ে একার্থক শব্দের যত নূতন প্রতি-বাক্য দেওয়া যায় ততই সুন্দর হয়। এই নিমিত্ত তাহাকে নবীকৃত গুণশব্দে নির্দ্দেশ করে। যথা—

"ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করি-লেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্ন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া বদ্ধমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন' যিনি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয় জলনিমগ্ন মেদিনী মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন। যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়াছেন ইত্যাদি ৫৮। ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এখানে পৃথিবীর নামের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা— জগন্মণ্ডল, মেদিনী মণ্ডল, ধরা ইত্যাদি। জন্মগ্রহণের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা—রূপধারণ, মূর্ত্তি পরিগ্রহ, রূপ অবলম্বন ইত্যাদি প্রকারে দশাবতার বর্ণনে দশ-বিধ নূতন শব্দ রচনাচাতুর্য্যে ইহা কেমন চমৎকার হইয়াছে।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ, Violation of poetical convention.

পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, বর্ষাকালে হংস-দিগের মানস-সরোবরে গমন, কন্দর্পের ফুলময় ধনু, ভ্রমরপঙ্‌ক্তি-বিশিষ্ট জ্যা, পঞ্চসঙ্খ্যক বাণ, কামশরে ও স্ত্রীদিগের কটাক্ষে যুবজন-হৃদয়-

ভেদ, দিবসে পদ্মোন্মেষ, কুমুদ নিমীলন, নিশা-কালে পদ্মের নিমীলন, কুমুদের প্রকাশ, সূর্য্য-প্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া, চন্দ্র প্রণয়িনী কুমুদিনী, ও তারকাবলী, মেঘ গর্জ্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য, চক্রবাক মিথুনের রাত্রি-বিরহ ইত্যাদি কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ে ব্যতিক্রম বর্ণিত হইলেই প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ দোষ কহা যায়। যথা—

"—————— নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে মৃদুমন্দ পদে,
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর।
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করী দলে তোষে তুষ্ট হয়ে।"

তারাবলী শশধর-পার্শ্বে নৃত্য করে; সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে না, অতএব প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ দোষ হইল।

"এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।
শুনিলে ভৈরব রব দিগ্বারণগণ—
ভীষণ মূরতি ধর রুষি হুংকারিলা
চারি দিকে। চমকিলা জগৎ, বাসুকি
অস্থির হৈলা ত্রাসে।——————"

এখানে রথের নাদ ও হস্তির হুঙ্কার অপ্রসিদ্ধ।

ন্যূনপদ, Verbal Deficiency.

যেখানে দুই একটি পদ হীন হয় তথায় ন্যূন-পদ কহে। যথা—

"নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন ॥
নাসা নাই আশা করি সুবাস গ্রহণে।
রসনা বিহীন সুধা বাসনা রসনে ॥"

এখানে 'আমি' এই কর্ত্তাপদটি ন্যূন হইয়াছে।

অধিকপদ, Verbal redundancy.

যেখানে দুই একটি পদ অধিক থাকে তথায় অধিক পদ কহে। যথা—

"শরতের সুপ্রকাশে, বরষা বিক্রম নাশে,
দশদিকে দশদিক সুনির্ম্মল হইল।
মরি মরি হায় হায়, খেদে প্রাণ যায় যায়,
আমার হৃদয়ে কেন মলিনতা রহিল!"

এখানে দশদিকে এইটি অধিক হইয়াছে।

"সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায়।
মীনতুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায় ॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়।
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় ॥
মন্দ মন্দ গতি অতি সুন্দর বরণ।
কে করেছে হেন নীল বর্ণ বিলোকন!"

এখানে বদনে ও পশ্চাতে এই দুইটি অধিক হইয়াছে।

"তিনি বাক্য বলিলেন।"

এখানে বাক্য পদটি অধিক, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একটি বিশেষণ দেওয়া হইলে উহা অধিকপদ হইত না। যথা, তিনি মধুর বাক্য বলিলেন, কুবাক্য বলিলেন, সুবাক্য বলিলেন ইত্যাদি।

যেখানে অধিক পদটি রাখিলেও কথঞ্চিৎ অর্থ হয়, সেখানে

অধিক পদ দোষ হইবে। আর যেখানে অধিক পদটি পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেও উহার অর্থ দেখা যায় না তথায় নিরর্থক।

সমাপ্তপুনরাত্ত, Disregard of close.

যেখানে বাক্য (অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদি) শেষ করিয়া আবার পদ বা বাক্য গৃহীত হয় তথায় সমাপ্তপুনরাত্ত দোষ কহে। যথা—

"চলিলা পালিতে কাম দেবেন্দ্র নিদেশ—
ফুলধনুঃ—ষষ্ঠশর সম্বল পার্ব্বতী,
যেখানে তপেন রুদ্র—অব্যর্থ ধান্নুকী।"

এখানে অব্যর্থ ধানুকী এই বাক্যটি কামের বিশেষণ, কিন্তু কাম এই কর্ত্তাপদটির ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ ধানুকী বলা হইয়াছে। অতএব ইহাকে সমাপ্তপুনরাত্ত বলা যাইতে পারে।

অর্থদোষ, Faults affecting meaning.

দুষ্ক্রম, সন্দিগ্ধ, গ্রাম্য, ব্যাহত, অনুচিত, সহচরভিন্ন, অর্থপুনরুক্ত ইত্যাদি।

দুষ্ক্রম, Violation of order.

ক্রমবিপর্য্যয়কে দুষ্ক্রম দোষ কহে। যথা—

"মহারাজ আমাকে একটী উত্তম অশ্ব, অথবা একটী অত্যুত্তম গজেন্দ্র দান করুন, নতুবা উহার পরিবর্ত্তে রাজ্যের চতুর্থাংশ, বা রাজসিংহাসনের আধিপত্য দিউন।"

এখানে যাচকের অগ্রে সিংহাসনাধিপত্য, না হয় রাজ্যের চতুর্থাংশ, না হয় গজ, শেষপক্ষে একটি অশ্বও প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই দুষ্ক্রম হইল।

সন্দিগ্ধ, Ambiguity.

যেখানে অর্থবোধকালে নিশ্চয় রূপে প্রতীতি না হয় তথায় সন্দিগ্ধ কহে। যথা—

"কত যে বয়স তার কিরূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়রূপে, গন্ধহীন যদি
এ কুসুম ফিরে তবে যাইবে তখনি।
আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবনফুল যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ রাগে! কি আর কহিব?"—১

"নাদিল দানব বালা। হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণ দ্বারে।"—২

এখানে ১টিতে মলয় শব্দের লক্ষ্যার্থ দ্বারা মলয়জ দ্রব্য চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য এবং বায়ু ও বুঝাইতে পারে কিন্তু এখানে ইহার কোনটির স্থির নিশ্চয় নাই। ২টিতে নাদিল অশ্ব হস্তী, ইহাদ্বারা পুরীষ পরিত্যাগ ও শব্দকরা অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

গ্রাম্য, Vulgarity.

যে শব্দ অপকৃষ্ট ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলা যায়। এবং যেখানে গ্রাম্য শব্দ প্রযুক্ত হয়, অথবা গ্রাম্যার্থ-বোধক পদ রচনা দেখা যায়, অর্থাৎ কোন রূপ চমৎকারিত্ব বর্ণিত না হইয়া কেবল অশন বসনাদি চিন্তায় পর্য্যবসিত হয় তথায় গ্রাম্য কহে। গ্রাম্যশব্দ যথা—

"অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা॥

গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥"

এখানে 'পইতা' 'খেতে' 'পো' 'ছো' ইত্যাদি শব্দ গ্রাম্য — গ্রাম্যার্থের উদাহরণ অপ্রাপ্য নহে, এ নিমিত্ত দেওযা গেল না। এই দোষটী স্থান-বিশেষে গুণও হয় তাহা পরে দেখান যাইবে।

ব্যাহত, Inconsistency.

প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিম্বা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করাকে ব্যাহত কহে। যথা—

"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন তোরণ, রাজতোরণ যেমন
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য আকৃতি,
আদিত্য জিনি প্রতাপে, রতন নিকর।"

পূর্ব্বে আদিত্য আকৃতি বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার আদিত্য জিনি প্রতাপে, বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, অতএব এই স্থানে ব্যাহত। আর দেবেন্দ্র বিশেষণটী নিরর্থক হইয়াছে। কাঞ্চনতোরণ, ও রাজতোরণ, এই স্থানে অনবীকৃত দোষ হইয়াছে*।

ব্যাহত গুণরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"অনাদি কারণ তুমি জ্ঞানের অতীত।
রেখেছে আমার বোধ করে আচ্ছাদিত॥

* একটী বাক্য বহুবিধ উদাহরণের স্থল হইতে পারে কিন্তু সেই সমুদয় গুলিন না বলিয়া যে স্থলে যাহার প্রসঙ্গ হইবে তাহাই প্রায়ঃ বলা যাইবে। অপর গুলি সামাজিকবর্গ বুঝিয়া লইবেন।

এই মাত্র জানি আমি তুমি শিবময়।
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়॥
যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার।
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার॥
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাপি মানব মন সদাই স্বাধীন॥"

প্রথমে মনুষ্যকে স্বভাবতঃ অন্ধ বলিয়া অপকৃষ্ট করা হইযাছিল পরে ভালমন্দ বিচারক ইহাদ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে দোষ হইত, কিন্তু 'যদিও, এবং, তথাপি' এই শব্দ ব্যবহার-দ্বারা তাহার পরিহার হইযাছে।

অনুচিত, Anachronism. &c.

দেশ কাল পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণনাকে অনুচিত কহে। যথা—

"প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা; "অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে কি ভয় তার এতিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল পদে;—
কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী
বাহির হইবা, কহ এমোহিনী বেশে?
মুহূর্ত্তে মাতিবে মাতঃ জগত, হেরিয়া—
ওরূপ-মাধুরী: সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত দেখি সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর বৃন্দ যবে মথিয়া সিন্ধুরে
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা মধু হেতু!

মোহিনী মূরতি ধরি আইলা কেশব
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে হেরি ত্রিভুবন
কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তার পানে
অধর অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেবদৈত্য নাগদল নম্রশির লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হৈলা হেরি উচ্চ কুচযুগ!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে
অলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবিদেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কাঁন্তি কত মনোহর।————"

এখানে মাতঃ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার রূপ যৌবনাদি বর্ণন করা এবং মাতার সাক্ষাতে পিতাকে কামাসক্ত বলা ও শৃঙ্গার বর্ণন করা কত দূর অনুচিত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। কয়েকটী অনুচিত বিষয়ের বর্ণন নিষেধের সূত্র ৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

কালানৌচিত্য।

ভাবি-কালের ঘটনাকে অতীত বা বর্ত্তমান-কালের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করাকে কালানৌচিত্য কহে। যথা—

বীরাঙ্গনা কাব্যে তারা চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিয়া পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রের এই কলঙ্কটী তাঁহারই সংস্রব জন্য হইয়াছিল, বস্তুতঃ যে সময়ে তিনি এই পত্র লিখিতেছেন তখন চন্দ্রের ঐ দোষ ঘটে নাই; কিন্তু তারা এই সময়ে চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী বিষয়টী ভূতকালের বিষয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় কালানৌচিত্য দোষ ঘটিল। যথা—

"কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথাকুল মানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে
সুধাময়; কোন দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ! আরম্ভি সত্বরে
সে তপ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস, শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি!"

সহচর ভিন্ন, Disregard of context.

উত্তম বস্তুর পর্য্যায়ে অধম বস্তুর, কিম্বা অধম বস্তুর পর্য্যায়ে উত্তম বস্তুর সন্নিবেশ হইলে সহচরভিন্ন কহা যায়। যথা—

"নিশা শশাঙ্কদ্বারা, কুঞ্জবন সুগন্ধময় পুষ্প সম্পর্কে, পণ্ডিত শাস্ত্রালাপ-প্রসঙ্গে, বিদ্যালয় সুশিক্ষক ও সুশিষ্য বিদ্যমানে, পিতা আপনাপেক্ষা গুণবান্ পুত্রের পরমুখে গুণানুবাদ শ্রবণে, নৃপতি সুদূরদৃক্ অমাত্যের বুদ্ধিকৌশলে, জননী নিজ শিশুদিগের অর্দ্ধ-বিনির্গত মৃদুমধুর বাক্য শ্রবণে, ও ঘোর মূর্খ কুক্রিয়াশালি ব্যক্তির

উচ্ছৃঙ্খলতা-কার্য্যে যেরূপ পরিতৃপ্ত হয় সেইরূপ সুসভ্য লোক জ্ঞানালোকে সন্তুষ্ট হয়েন।"

এখানে সমুদয় সৎসংযোগ স্থলে 'ঘোর মূর্খ-টী' অসৎ সংযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া সহচরভিন্ন দোষ হইল।

অর্থপুনরুক্ত, Tautology.

যেখানে এক বিষয় বারংবার বর্ণন দেখা যায় তথায় অর্থপুনরুক্ত কহে।

ইহার উদাহরণ সদ্ভাবশতকে অনেক আছে। ঐ গ্রন্থে সংসার অনিত্য এইটী বারম্বার বর্ণিত হইয়াছে।

রসদোষ, Faults affecting flavour.

করুণাদি রস, শোকাদি স্থায়িভাব ও নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারি ভাব বর্ণন কালে যদি স্বীয় স্বীয় নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় রসাদি বর্ণিত হয় তবে স্বশব্দবাচ্য দোষ কহা যায়। যথা—

"কত সুখ-স্বপ্নোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়,
কভু হাস্য ছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তরিত সুখ-সরোবরে॥ ১
আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রৌদ্ররসে রত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ যুগলে।
কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখচ্ছলে,
রক্ত ছটা স্থল শতদলে॥ ২
যেন লক্ষ করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি,
ভাসিতেছে সমর তরঙ্গে।

আবার সে ভাব গত, বিগ্রহ বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুরু ভঙ্গে ॥ ৩
মদ-গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া সন্নিধানে মহোল্লাস।
অর[illegible]কমল রঙ্গে, হত গত সেনা সনে,
একেবারে বিরোধ বিনাশ ॥" ৪

৩ কবিতায় 'রৌদ্র রস' স্বশব্দ রসদোষ, ও ৪ কবিতায় 'মদ-গর্ব্বে' স্বশব্দ ব্যভিচারি দোষ হইয়াছে। কিন্তু যদি এই দুইটী বিষয় ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ হইত তাহা হইলে দোষ না হইয়া চমৎকার জনক হইত। যথা—

"আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো ॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চুড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে, দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ও মা উমা করবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চুড়া ভাঙ্গড় পাগল ওইনা বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥"

এখানে দেখ বীভৎস রস বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু একটীও রসাদি স্বশব্দে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া কেমন চমৎকার জনক হইয়াছে। এই স্বশব্দ কোন স্থানে গুণ বলিয়া গণ্য হয় তাহাও স্থানান্তরে দেখান যাইবে।

বিরুদ্ধ রস ভাব।

যে রসে যে স্থায়িভাবাদি প্রতিকূল সেই রসে

যদি তাহা বর্ণিত হয় তবে তাহাকে বিরুদ্ধ রস ভাব কহে। যথা

মেঘনাদবধ কাব্যে ৬২ পৃষ্ঠা প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীর-স্ত্রীর ন্যায় উৎসাহ বাক্য বলিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ আদ্য রসের বিভাব, লক্ষ্মণের রূপ লাবণ্য বর্ণনা করিলেন। এই নিমিত্ত এই স্থানে বীর-রসটী কেমন জঘন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই প্রস্তাবটী ২৪ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখ।

বেণীসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে বীরসঙ্ক্ষয় কালে ভানুমতীর সহিত দুর্য্যোধনের শৃঙ্গার প্রকাশ হইয়াছিল, এ নিমিত্ত তথায় অকাণ্ডে প্রকাশ দোষ বলা যায়। কুমারসম্ভবে রতিবিলাপে শোকের পুনঃপুনর্দ্দীপ্তি হইয়াছে বলিয়া পুনর্দ্দীপ্তি দোষ বলা যায়। অঙ্গির অননুসন্ধান দোষ যথা—রত্নাবলীর চতুর্থ অঙ্কে যে-স্থলে বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীর আগমনে সাগরিকার বিস্মৃতি হইয়াছিল। অতএব ঐ স্থলে অঙ্গির অননুসন্ধান নামক দোষ বলা যাইতে পারে।

অলঙ্কার দোষ, Faults affecting ornament.

যেখানে চারি চরণের মধ্যে তিন চরণে যমক আছে, কিন্তু এক চরণে নাই তথায় যমক দোষ কহে। উপমালঙ্কারে উপমান ও উপমেয়গত জাতি, প্রমাণ, ও গুণাদির ন্যূনতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি ঘটিলে উপমা দোষ কহে। যমক

দোষের উদাহরণ অতিবিরল এ নিমিত্ত ইহার উদাহরণ দেওয়া গেল না। উপমা যথা—

"নানসসকাশে শোভে কৈলাসশেখর
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
শ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহামরি, পীতধড়া যথা!
নির্ঝর ঝরিত বারি রাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!"

এখানে উপমেয়াপেক্ষা উপমানের জাতি প্রমাণ ও গুণাদিগত ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া উপমার দোষ হইল।

"কনকবরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
অপরূপ এই প্রমদাতরী।
যৌবন সাগরে লোকন করি॥
ইহার ধনিক বণিক কই।
কহনা আমায় যতেক সই॥"

যুবতীর সহিত নৌকার উপমা দিতে গিয়া তরুণী শব্দে তরণী মান করিয়া দারু শব্দ ব্যবহার করাতে এই উপমাটী অসদৃশ হইয়াছে। কিন্তু যদি তরুণী শব্দে নৌকা বুঝাইত তাহা হইলে উত্তম শ্লেষস্থল হইত।

"যেদিন, কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি যেদিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!"

যেদিন প্রথমে তুমি এশান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনী সম এপরাণ মম
উল্লাসে, ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে !"১—ক
"ক্রমে ক্রমে গত দিবা আগত তামসী।
কিহেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী !
বিধুর বদন বিধু অনবলোকনে।
বিধুর চকোর চায় চঞ্চল নয়নে ॥
সরসী সদন হতে কুমুদিনী করে।
প্রতিক্ষণ প্রিয় আসা প্রতীক্ষণ করে ॥" ২—ক
"সুশীতল মলয়জে মাখা সব ফুল।
ধরিল ধবল বর্ণ সাধুর দুকূল ॥
এমন সময়ে দেখ এক অপূর্ব্ব ঘটনা।
হেমথাল করে এক নবীনা ললনা ॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর।
ধীরে ধীরে যথা গতি করে বীরবর ॥" ৩—ক

১।২ কবিতায় চন্দ্রকে চন্দ্রমুখ ও বিধুবদন বলাও একটী দোষ। ৩ কবিতায় ললনার সহিত বীরপুরুষের উপমা দেওয়াতে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপ বাক্যে ও ক্রিয়াতে দোষ ঘটে। তাহা অনায়াসে বোধ হয় এনিমিত্ত দেওয়া গেল না।

শব্দ ও অর্থ দোষ পর্য্যায়ের শেষে ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে, তাহাতেই দোষ অসংখ্য হইতে পারে ইহা বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিতাতিরিক্ত কয়েকটী দোষ নিম্নে দেওয়া যাই-তেছে।

রীতিবিপরীত, Violation of style.

যে রীতি অনুসারে সাধারণ্যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইলে রীতিবিপরীত দোষ বলা যায়। যথা—

"তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি সমুদয় আনয়ন কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। (রাজা প্রত্যেক ফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সারপদার্থ।) অতএব তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিরূপণ করিয়া দাও।"

( ) এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যেতে ভাঙ্গিয়া, ডাকাইযা, আজ্ঞা দিয়া—এবম্বিধ এককপ অসমাপিক ক্রিয়া বারম্বার না দিয়া কোন স্থলে পূর্ব্বক, কোথাও বা পুরঃসর ইত্যাদি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া দেওয়াই উচিত। কারণ অনেকবার অসমাপিকা ক্রিয়া দিলে শুনিতে ভাল হয় না।

অনবীকৃত দোষ একটী সংপুর্ন শব্দ ব্যতিরেকে হয না, কিন্তু রীতিবিপরীত দোষ একটি বর্ণগত হইলেও হয়।

যদ্‌শব্দ থাকিলে তদ্‌শব্দ দিতে হয়, না দিলে ভাল হয় না। যথা—

"যে জন বিপদকালে করে উপকার।
প্রকৃত পরম বন্ধু এ তিন সংসার॥"

এখানে 'সেইত পরম বন্ধু' এইরূপ হইবেক।

কেবল তদ্‌শব্দ থাকিলে যদ্‌শব্দ আবশ্যক করে না। যথা—

"এতেক বলিয়া তিনি গেলেন চলিয়া।"
"রাজার হইল পুত্র তাঁর নাম রাম।"

এখানে যদিও যদশব্দ প্রযোগের প্রযোজন নাই, তথাপি তাৎপর্য্যার্থে যদ্‌শব্দ আসিতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু কেবল যদশব্দ থাকিলে তদ্‌শব্দ দিতে হইবেক, না দিলে বাক্য শেষ হইবে না। যথা,

"ত্রিভুবন ভবনে যাঁর মহিমা অপার।"

যেস্থলে যদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেই তদ্‌শব্দ দেখা যায় সেস্থলে তদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটি তদ্‌শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবেক।

"যে তিনি তেমন রূপ ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
সে তিনি এমন কাযে কেন দেন মত॥"

ইদম্ বা এতদ্ থাকিলে যদ্‌শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবেক। যথা—

"ইনি কি লো রামচন্দ্র, যাঁর বিমাতায়।
নবীন বয়সে জটা পরালে মাথায়॥"

অথবা 'এই কি লো রামচন্দ্র' এইরূপও হইতে পারে। এখানে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ইদম্ বা এতদ শব্দের পর তদ্‌শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে যথা, 'ইনি সেই রামচন্দ্র'। অথবা 'এই সেই রামচন্দ্র'।

যদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরে ইদম্ বা এতদ্-শব্দ থাকিলে তদ্‌শব্দের অব্যবহিত পরেও ইদম্ বা এতদ্‌শব্দ দিতে হইবেক। যথা—

"যেই ইনি সুকুমারী, জানকী কুলের নারী,
না জানেন দুঃখ কারে বলে।
সেই ইনি পতিপরা, তাপসিনী বেশ ধরা,
থাকিবেন কেমনে জঙ্গলে॥"

অথবা 'যেই এই সুকুমারী' 'সেই এই পতিপরা' এরূপও হয়।

দূরান্বয়, Violation of construction.

যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি কারক স্বীয় ক্রিয়ার সন্নিহিত না হইয়া অন্য বাক্যান্তে বা অতিদূর স্থানে দেখা যায় তথায় দূরান্বয় কহে। যথা—

"তেজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লূঠিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরিশৃঙ্গোপরি,
কিম্বা বিশাল রসাল তরুশাখা পাশে
বসে উড়ি; হিমাচলে আইলা বাসব।"

এখানে 'বসে উড়ি' এই ক্রিয়াপদটির কর্ত্তা পক্ষরাজ বাজ কিন্তু তাহা অনেক দূরগত হইয়াছে এ নিমিত্ত দূরান্বয় দোষ বলা যায়।

কয়েকটী প্রচলিত দোষ বলা গেল এবং ঐ দোষ-সকল স্থানবিশেষে গুণও হয় তাহা দেখান যাইতেছে।

ক্রুদ্ধ বক্তাতে ঔদ্ধত্যশালী বর্ণনীয় বিষয়ে ও রৌদ্র, বীর, বীভৎস রসে শ্রুতিকটু-দোষ গুণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। নিহতার্থ ও অপ্রযুক্ত দোষ শ্লেষাদি স্থলে দোষরূপে গণ্য করা যায় না।

বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই যদি প্রক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েন তবে অপ্রতীত-দোষ গুণ নামে খ্যাত হয়। যেখানে স্বয়ং কোন বিষয়ের অবধারণ করা যায় তথায় অনবীকৃত দোষও গুণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, প্রসাদন, অনুকম্পা, হর্ষ ও অবধারণ-বিষয়ে সন্দিগ্ধ দোষকেও গুণ বলা যায়। নীচ-জাতির বাক্যে গ্রাম্য শব্দ বা গ্রাম্যার্থ দোষ না হইয়া গুণ হয়। ইহাদিগের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে।

ক্রুদ্ধ বক্তা যথা—

"রাজা কন শুনরে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥" ইত্যাদি

বিদ্যাসুন্দরে কোটালের শাসন নামক প্রস্তাবে দেখ।

এই কবিতাটীতে কোটাল বেটা, কেটা, ও হারাম এই কয়েকটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও গুণসম্পন্ন হইল, কারণ রৌদ্রাদি রসে এইরূপ মহাপ্রাণ বর্ণও দীর্ঘ সমাসাদিযুক্ত বর্ণ যোজনা করা বিধেয় ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ঔদ্ধত্য বর্ণনা যথা—

"মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হূম হাম খূম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥

ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্প ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥"

এখানে দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনাটী ঔদ্ধত্যশালী হওয়া উচিত, এ-নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রুতিকটু রচনাও দোষ না হইয়া অত্যন্ত গুণ সম্পন্ন হইল। রৌদ্র রসাদিতে শ্রুতিকটু গুণ হয় ইহার উদাহরণ রৌদ্র রসাদিতে দেখ।

অপ্রতীত-দোষ কোথাও গুণ হয় যথা—

"গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু মহীপতি
নন্দন সুন্দর কোঁ নাহি আয়া।
যো সব্ ভেদ বুঝায় কহা কি
ধো নহি উঁহা সমুঝায় শুনায়া॥
কান লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া
সবি ভূল গয়া অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো আব ভণ্ড ভয়া
ঔর তাঁই ভটাইসে দাগ চঢ়াযা॥ ইত্যাদি।
বিদ্যাসুন্দরে ভাটের প্রতি রাজার উক্তিতে দেখ।

এখানে বক্তা শ্রোতা উভয় ব্যক্তিই এই ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয় অন্য লোকের নিকট অপ্রতীত হইলেও দোষ হইল না।

বিষাদ-স্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণ হয়। যথা—

"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই।"

এখানে রতি বিলাপ করিতেছেন, এ নিমিত্ত পুনরুক্ত দোষ গুণ হইল। কারণ এই স্থলে এই শব্দগুলি বারম্বার বলায় বিষাদটী স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে।

বিস্ময়-স্থলে পুনরুক্ত যথা—

"একি লো একি লো, এ যে কি দেখি লো,"

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে, সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের বিস্ময় হইয়াছিল, অতএব এখানেও দোষ না হইয়া বরং গুণ হইল।

অনুকম্পার উদাহরণ, যথা—

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥"

এখানে তথাস্তু বলাতেই সমুদয় স্বীকার করা হইয়াছিল কিন্তু পাটনী সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া দেবী অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আবার তাহার বোধসৌকর্য্যার্থ 'তোমার সন্তান দুধেভাতে থাকিবেক' বলিলেন এই নিমিত্ত পুনরুক্ত বাক্যটী দোষ না হইয়া গুণ হইল।

গ্রাম্য-দোষ অধম জাতির বাক্যস্থলে গুণ হয়। যথা,

"ব্যারালচোকো হ্যাঁদা হেম্‌দো নীলকুঠির নীলমেম্‌দো।
জাত্‌ মাল্যে পাদ্‌রি ধরে, ভাত খালো নীলবাঁদরে,"

"মোগার কপালে ডুক্‌ নেকেচে গোঁসাই।
খাট্‌তি খাট্‌তি মনু এট্টু বস্‌তি পানু নাই॥"

এখানে নীচ জাতিরা বলিতেছে বলিয়া দোষ হইল না।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে—দোষ-পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

লক্ষণা, Metonymy.

অনেকে মনে করিতে পারেন যে "পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা আজ্ঞা করিতেছেন," "সোমপ্রকাশ পূজার সময়ে দুই সপ্তাহের অবকাশ চাহিতেছেন," "ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণজন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতেছেন।" ইহাদ্বারা পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদিগের আজ্ঞা, সোমপ্রকাশ সম্পাদক ও কার্য্যকারকদিগের বিদায়, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অর্থসঙ্গ্রহ করিতেছেন—এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনও করা একটি দোষ বলিতে হইবে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে দোষ না বলিয়া আর একটী সাঙ্কেতিক শক্তি বলিতে হয়; তাহাকে লক্ষণা বলে। সেই লক্ষণার সূত্র দেখান অল্প কথায় হইতে পারে না; অতএব এ বিষয়ের বোধসৌকর্য্যার্থ আর একটী উদাহরণ প্রদর্শন পুরঃসর যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যথা—

"রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥"

এস্থলে লক্ষণাশক্তিদ্বারা গৌড়দেশস্থ লোক বুঝাইতেছে, কারণ হাস্য, মনুষ্য ভিন্ন অন্য পদার্থের হইতে পারেনা এবং অন্য বস্তুর জয় পরাজয় ও বিচারক্ষমতাও নাই; এই হেতু গৌড়শব্দে গৌড়দেশস্থ লোক বুঝাইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ব্যঞ্জনা, Suggestion.

অপর আর একটী শক্তি আছে তাহাদ্বারা অতি সূক্ষ্ম অর্থও প্রকাশ পায়; তাহাকে ব্যঞ্জনা-শক্তি বলে। ইহাও অতি বিস্তৃত, এ নিমিত্ত ইহার একটী উদাহরণ মাত্র উদ্ধৃত হইল। যথা—

"এক দিন সেই বৃদ্ধা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর নিকট তৎকৃত সঙ্কেত বর্ণনা করিল। তাহাতে তিনি অতি ক্রোধের সহিত তাহার কপোলদেশে স্বীয় দশাঙ্গুলি চন্দনরসাভিষিক্ত করিয়া প্রহার করিলেন।"

এই সঙ্কেতদ্বারা শুক্লপক্ষের দশ দিন অবশিষ্ট আছে ইহা ঝিযা লওয়া যাইতে পারে। এই দুইটী বিষয় লিখিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, এইজন্য এইমাত্র লিখিয়াই প্রস্তাব শেষ করা গেল।

সমাপ্ত।